ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 15 April, 2021 ■ আগরতলা, ১৫ এপ্রিল ২০২১ ইং ■ ১ বৈশাখ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

১লা বৈশাখ উপলক্ষে আগরতলা শহরে গনেশের মূর্তি নিয়ে হাজির মৃতশিল্পীরা। বুধবার তোলা নিজস্ব ছবি।

করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে বাতিল সিবিএসই পরীক্ষা

দেশে ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১,০২৭ জনের

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : আজ ১৪ এপ্রিল বাবাসাহেব আম্বেদকরের জন্ম বার্ষিকীতে দেশজুড়ে টিকা উৎসবের সমাপন হল। করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউয়ের দাপটে দেশজুড়ে উত্তাল পরিস্থিতির দাঁড়িয়েছে। সংক্রমনের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। গত ১১ থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত দেশজুড়ে টিকা উৎসব পালন করা হয়। বুধবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে, এখনও পর্যন্ত এই টিকা উৎসবে ১১ কোটি সাধারণ মানুষের টিকাকরণ করা সম্ভব হয়েছে। তা সত্ত্বেও করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ সংক্রমনের দাপট বেড়ে যাওয়ার কারণে বিভিন্ন রাজ্যে কোভিদ -১৯ পালন করতে গিয়ে বেশ কিছু করা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হচ্ছে।

বুধবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে চারদিন ব্যপী চলা টিকা উৎসবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ টিকা নিতে পেরেছেন। রবিবার থেকে এই উৎসব শুরু হয়েছে। ১৪ই এপ্রিল অর্থাৎ বুধবার সেই উৎসব শেষ হল। সর্বোচ্চ সংখ্যক যোগ্য লোককে টিকা দেওয়াই হল এই অভিযানের লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশে এই বিশেষ টিকাদান অভিযান শুরু হয় রবিবার।

উল্লেখ্য, ১০ কোটি টিকা দেওয়া প্রথম দেশ হল ভারত। ৮৫ দিনের মধ্যে এই গণ্ডি পার করে ভারত। যার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিনের মতো দেশকে পিছনে ফেলে দেয় ভারত। উল্লেখ্য, ভারতে টিকাকরণ শুরু হয়েছিল ১৬ জানুয়ারি। দৈনিক হারে ভারতে প্রায় ১০ লক্ষ ৭৭ হাজার মানুষ করোনা টিকা পাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় একটি গ্রাফ টুইট করে বলা হয়েছে যে, ভারত টিকাকরণে দ্রুততম দেশ হিসাবে উঠে এসেছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে এই মাইলফলক ছুঁতে পেরেছে। এটিই ভারতকে স্বাস্থ্যকর এবং কোভিডমুক্ত ভারত গড়তে মুখ্য ভূমিকা নেবে। ইতিমধ্যেই করোনার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া রুখতে একাধিক রাজ্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে। দেশের মধ্যে করোনার সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি ছড়িয়েছে মহারাষ্ট্রে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় মহারাষ্ট্রে জারি ১৪৪ ধারা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে আত্মহত্যার চেষ্টা যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। বিশালগড়ের মুড়াবাড়ি রেল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে এক যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সে বিষপান করে রাস্তার পাশে পড়ে রয়েছিল।বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা রাকেশ সরকার নামের এক যুবকের। ঘটনা বিশালগড় থানাধীন মুড়াবাড়ি রেল ব্রীজ এলাকায়। রাস্তার পাশে এক যুবককে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা খবর দেয় বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দফতরে। দমকল কর্মীরা ছুটে গিয়ে যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে আসে বিশালগড় হাসপাতালে। সেখান থেকে তাকে রেফার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনুপ্রবেশের সময় দুই জঙ্গী পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। উত্তর জেলার থাংক্লাং এলাকার ভারত - বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অবৈধ ভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ কালে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর হাতে আটক হওয়া ৩জনের মধ্যে ২জন কুখ্যাত জঙ্গি। তাদের নামে রাজ্যেও একাধিক থানায় মামলা রয়েছে বলে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন উত্তর জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী।বর্তমানে তাদের রিমান্ডে নিয়ে জেরা করছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই বেরিয়ে আসতে পারে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য।সূত্রের খবর ,ধৃত তিন জনের মধ্যে একজন পুলিশের হাতে আটক হওয়া কুখ্যাত জঙ্গি নেতার জামাতা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের স্লোগানে জনজাতিরা আকৃষ্ট হয়েছেন ঃ মেবার জমাতিয়া

আগরতলা, ১৪ এপ্রিল (হি.স.)।। ত্রিপুরায় শাসক জোট আইপিএফটি-র প্রতি জনজাতিদের মোহভঙ্গ হয়েছে। অন্তত দলের সাধারণ সম্পাদক তথা জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়ার অকপট বক্তব্যে এমনটাই মনে হচ্ছে। তাঁর কথায়, এডিসি নির্বাচনে তিপ্রা মথা-র জয়ে অন্যতম কারণ হল জনজাতিরা রাজ পরিবারের সদস্য প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মণকে গ্রহণ করেছেন এবং নয়া স্লোগান গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড-র প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। সাথে তিনি নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস নিয়ে তিপ্রা মথা-র তীব্র সমালোচনা করেছেন।

বুধবার নিজ সরকারি বাসভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, এডিসি নির্বাচনের পর থেকে সারা ত্রিপুরায় তিপ্রা মথা-র সমর্থকরা তাণ্ডব চালাচ্ছেন। তাতে, আইপিএফটি কর্মী-সমর্থকরা আক্রান্ত হচ্ছেন। তাদের বাড়িঘরে হামলায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তিনি জানান, আইপিএফটি সমর্থকরা এখন পর্যন্ত ৩০টি মামলা দায়ের করেছেন। কিন্তু এখন-ও কাউকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি।

এদিন তিনি বলেন, কিছুদিন হয়েছে তিপ্রা মথা-র আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। তাদের জেলা কিংবা গ্রামীণ কমিটি গঠিত হয়নি এখনও। অথচ, হঠাৎ তাদের শিবিরে প্রচুর সমর্থক একত্রিত হয়েছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, সিপিএম ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের করোনায় আক্রান্ত মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতি দেব

আগরতলা, ১৪ এপ্রিল (হি.স.)।। মুখ্যমন্ত্রী-জায়া নীতি দেব ফের করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। আজ বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এই খবর জানিয়েছেন তিনি। সাথে সকলকে করোনা অতিমারীর নয়া স্ট্রেইন থেকে সুরক্ষিত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। প্রায় ৮ মাস আগে তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। তখন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবও একান্তবাসে কাটিয়েছিলেন। কিন্তু এবার মুখ্যমন্ত্রীও করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় তিনি নিজেই আইসোলেশনে রয়েছেন।

তিনি বলেন, করোনার নতুন স্ট্রেইনের খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা রয়েছে। তবে, মৃত্যুর হার এই সংক্রমণের ফলে কম বলেই তিনি মনে করছেন। কিন্তু করোনা-র নতুন স্ট্রেইনে আক্রান্ত মানুষের শরীরকে প্রচণ্ড জ্বর কাবু করে ফেলে এবং অন্তত ৯ থেকে ১০ দিন তাঁরা জ্বারে ভুগেন। এতে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় মারাত্মক প্রভাব পড়ে। তিনি বলেন, করোনা-র নতুন স্ট্রেইনের সংক্রমণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৩৯ জন, সক্রিয় ৩০৭

আগরতলা, ১৪ এপ্রিল (হি. স.)।। ত্রিপুরায় বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। তবে, গত ২৪ ঘন্টায় কিছুটা সংক্রমণ কমে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৩৯ জন। পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে গত বছরের মতোই করোনা-র তান্ডব-কে মনে করে দিয়েছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৩০৭। কারণ, ৫ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বেড়েছে করোনা আক্রান্তের হার।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআর ৫৯৭ এবং রেপিড এন্টিজেন-র মাধ্যমে ১৪৮৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআর ১১ জন এবং রেপিড এন্টিজেন-এ ২৮ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে মোট ৩৯ জন গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে।

তবে, সামান্য স্বস্তির খবর-ও রয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংবিধান প্রণেতা ড. বিআর আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী পালিত

আগরতলা, ১৪ এপ্রিল (হি.স.)।। সংবিধান প্রণেতা বাবাসাহেব ড় বিআর আম্বেদকরের ১৩১-তম জন্মজয়ন্তী ত্রিপুরায় যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। সরকারিভাবে এবং বিভিন্ন সংগঠন তাঁর জন্মজয়ন্তী পালন করেছে।

রাজধানী আগরতলা শহরের মেলারমাঠে ভানু ঘোষ স্মৃতি ভবন-এর সামনে সারা ভারত কৃষক সভা ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ড় বিআর আম্বেদকরের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে সংবিধান দিবস ও অধিকার রক্ষা দিবস হিসেবে পালন করা হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে বাবা সাহেবের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। বাবা সাহেবের জীবন আদর্শ নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সারা ভারত কৃষক সভা ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর বলেন, দেশের বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বাবাসাহেব ড় বিআর আম্বেদকরের জীবন আদর্শ প্রত্যেকের কাছেই সময় উপযোগী হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বাবা সাহেবের আদর্শ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে ব্রাউন সুগার সহ ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। রাজধানী শহর সংলগ্ন রাজনগরে ব্রাউন সুগার সহ এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন স্থানীয় জনগণ।রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলী এলাকায় নেশা সামগ্রীর রমরমা বাণিজ্য অব্যাহত রয়েছে। নেশার কবলে পড়ে যুব সমাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক সীমান্ত পথে নেশা সামগ্রী প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশেও পাচার হচ্ছে। বুধবার রাজধানীর এলাকার জনগণ এক ন্যাশনাল কারবারিকে হাতেনাতে আটক করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন।

আটক নেশা কার বাড়ির নাম স্বপন দেবনাথ। বাড়ি রাজনগর এলাকায়। দীর্ঘদিন ধরেই সে নেশার সামগ্রী বিক্রি করতো বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। তাকে হাতেনাতে আটক করার জন্য স্থানীয় জনগণ চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। বুধবার তাকে হাতেনাতে আটক করতে সক্ষম হন এলাকার বাসিন্দারা। তাকে নেশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্বশুরের বন্দুকের গুলিতে গুরুতর ঘায়েল জামাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। শশুর জামাইয়ের মধ্যে বিবাদের জেরে গুলিবিদ্ধ হলেন জামাই বাবাজি। ঘটনা ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমার মানিক পুর থানা এলাকায়। মানিকপুর এলাকায় শশুরের বন্দুকের গুলিতে গুরুতর আহত মেয়ের জামাই। গুলিবিদ্ধ জামাই জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার বিবরণে জানা যায় মানিকপুর এলাকার বাসিন্দা অরশু রাম রিয়াং এবং তার মেয়ে জামাই সুকু রাম রিয়াং মধ্যে সামান্য একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে ঝামেলা বাধে। তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে শশুর তার মেয়ে-জামাইর উপরে একটি গুলি করে।যার ফলে মেয়ের জামাই গুরুতর আহত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছুটি

১লা বৈশাখ বৃহস্পতিবার নববর্ষ উপলক্ষে জাগরণ ও রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস এর কর্মীদের ছুটি। তাই শুক্রবার এই পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

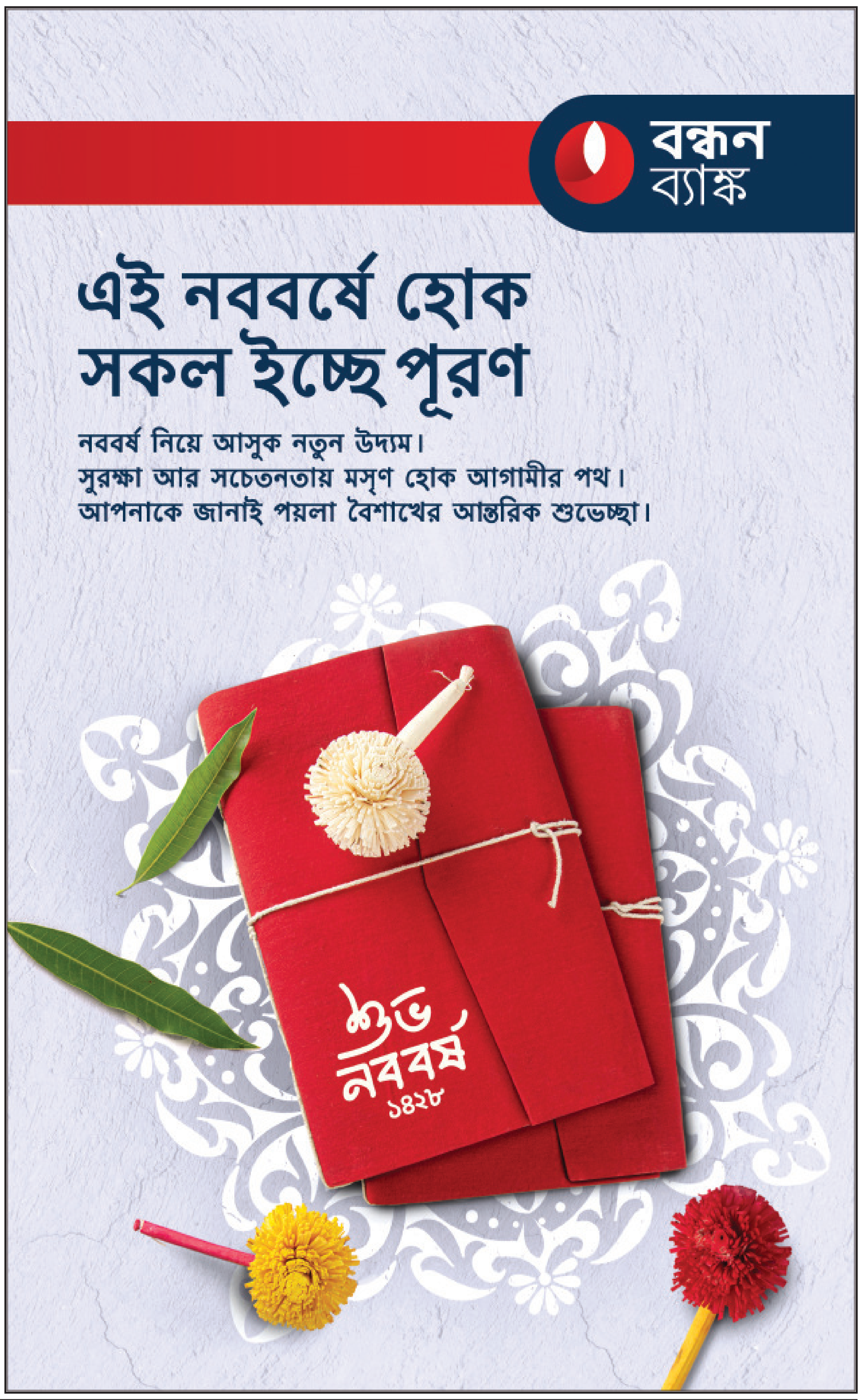

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৮২ ▫ ১৫ এপ্রিল ২০২১ ইং ▫ ১বৈশাখ ▫ বৃহস্পতিবার ▫১৪২৮ বঙ্গাব্দ

শুভ নববর্ষ

এসো হে বৈশাখ, এসো, এসো
তাপসনিশ্বাসবায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক।
যাক পুরাতন স্মৃতি,যাক ভুলে-যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক।
মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা,
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা
রসের আবেশরাশি শুষ্ক করি দাও আসি,
আনো আনো আনো তব প্রলয়ের শাঁখ।
মায়ার কুজ্ঝটিজাল যাক দূরে যাক।

ক্যালেন্ডারের পাতায় আরো একটি বছরকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত। পহেলা বৈশাখ বাংলা শুভ নববর্ষ। বাঙ্গালীদের কাছে সবচেয়ে বড় উৎসবের দিন। বাঙালিরা বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানাতে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া থাকেন। বাংলা নববর্ষের একটা ঐতিহ্য রহিয়াছে।প্রতিবছরই বর্ষবিদায় এবং বর্ষবরণ উপলক্ষে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়া থাকে। কিন্তু করণা মহামারীর কারণে গত বছর হইতে বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ উপলক্ষে তেমন কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হইতেছে না। বাঙালিরা ঐতিহ্যবাহী বাংলা নববর্ষকে এবছরও ঘরোয়াভাবেই পালন করিতে প্রস্তুত। প্রতিটি বাড়ি বাড়ি নববর্ষের প্রস্তুতি চূড়ান্ত। শুভ নববর্ষের সকালেই ঘুম থেকে উঠিয়া বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করিবার রীতিনীতি দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ডটকমের যুগেও এই রীতিনীতি পুরোপুরি পাল্টাইয়া যায় নাই। অতীতের কালিমা ঘুচাইয়া প্রত্যেকেই নতুন বছরকে স্বাগত জানাইতে প্রস্তুত থাকেন। নববর্ষে নতুন কাপড় পরিধান করিবার রীতিনীতি ও প্রচলিত রহিয়াছে। নববর্ষ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া অতিথি আপ্যায়নের রীতিনীতিও চিরকাল আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় চলিয়া আসিয়াছে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা যতই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠুক না কেন বাংলা নববর্ষ আত্মকেন্দ্রিকতার মানসিকতা ত্যাগ করিয়া প্রত্যেকেই নববর্ষকে স্বাগত জানাইতে প্রস্তুত। নববর্ষে প্রত্যেকের বাড়িতেই সাধ্যমত মাছ, মাংস ,মিষ্টি ,দই ইত্যাদি রকমারি খাবারের আয়োজন থাকে। ভোজন রসিক বাঙালিরা নববর্ষে রকমারি খাবারে ব্যস্ত থাকেন।করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতি যতই বাধার সৃষ্টি করুক না কেন বাঙালিয়ানা বাঙালির সমাজ ব্যবস্থা ভুলিয়া যাইবে না। এই ঐতিহ্যকে আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা অব্যাহত রহিয়াছে। এটা বাঙালি সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম রীতিনীতি।

বাংলা নববর্ষে প্রত্যেকের বাড়ি ঘড়ি পূজার্চনা এবং গুরুজনদের প্রণাম করার রীতিনীতি আজও অব্যাহত আছে।পশ্চিমা সংস্কৃতির করাল গ্রাসে যেভাবে সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস হইয়া যাইতেছে তাহা নিতান্তই পরিতাপের। বাঙালি সমাজ ব্যবস্থাকে পিটাইয়া রাখিতে হইবে আমাদের প্রত্যেককে আরো সচেতন হইতে হইবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাংলা নববর্ষের ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে হইবে।অফিস-আদালতের কাজকর্ম বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইংরেজিতে সম্পাদনার ফলশ্রুতিতে বাঙালিরাও বাংলা বছর মাস এবং দিন তারিখ সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রেই ওয়াকিবহাল থাকেন না। এটি বাঙালিদের কাছে অত্যন্ত লজ্জার।আজকের এই শুভ দিনে এইসব বিষয়ে বাঙালিদেরকে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। নিজেদের সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়া অন্যদের সংস্কৃতিকে আগলে ধরিবার প্রচেষ্টা মোটেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। নিজেদের ভাষা সংস্কৃতি সম্পর্কে নিজেরা ওয়াকিবহাল না থাকিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কি করিয়া পিতৃ পুরুষের ভাষা সংস্কৃতিকে লব্ধ করিবে তাহাই প্রশ্ন চিহ্ন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।আজকের এই শুভ দিনে বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠিয়া সকলকে বাংলা নববর্ষ সম্পর্কে অবগত থাকিতে হইবে। পুরান বছরকে বিদায় জানানোর পাশাপাশি বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানাই।বাংলা নববর্ষ প্রত্যেকের জীবনে সুখ সমৃদ্ধি বইয়ে নিয়ে আসুক এটাই প্রার্থনা।

এবার কমিশনের পর্যবেক্ষকের নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনী

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি স) : এবার কমিশনের সমস্ত পর্যবেক্ষকের নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।চতুর্থ দফায় শীতলকুচিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলি চালানোর পরে যেভাবে কমিশনের ভূমিকা নিয়ে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়াচ্ছে, তাতে সাধারণ ও পুলিশ পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তা নিয়ে আর কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছেন না কমিশনের শীর্ষ আধিকারিকরা। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১৭ এপ্রিল রাজ্যে যে পঞ্চম দফার ভোট হচ্ছে সেই পঞ্চম দফা থেকে ভোটের গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যে কমিশনের যে সব পর্যবেক্ষক থাকবেন তাঁদের প্রত্যেকের নিরাপত্তায় রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর চার জন জওয়ানও থাকবেন। আচমকাই কেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নিয়োগ করা হল, তা নিয়ে অবশ্য মুখ খোলেননি কমিশনের কোনও আধিকারিক। শীতলকুচিতে নির্বিচারে গুলি চালানোর পরে কিছুটা হলেও ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। সমালোচনার মুখে পড়েছে নির্বাচন কমিশনও। যদিও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে গুলি চালানোর অনুমতি প্রত্যাহার করার পথে হাঁটছেন না কমিশনের শীর্ষ আধিকারিকরা। রাজ্যে কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক বিবেক দুবে ইতিমধ্যেই পঞ্চম দফায় যে যে জেলায় ভোট রয়েছে সেখানকার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠকে স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন, ‘কোথাও কেন্দ্রীয় বাহিনী আক্রান্ত হলে ফের গুলি চালানো হবে। কেননা আত্মরক্ষার অধিকার সবার রয়েছে।’

মাস্ক পড়েছেন তো ? নজর রাখছে ’স্মৃতি’

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি. স.) : দ্রুত ছড়াচ্ছে করোনা। সরকার থেকে চিকিৎসক, হাইকোর্ট আবেদন করছে সর্বোচ্চ সতর্কতা নিতে। কিন্তু সচেতনতার অভাব নানা স্তরে। এই অবস্থায় এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় মৌলনা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি, সংক্ষেপে ম্যাকাউট। আবিষ্কারকের দাবি, কেবল এদেশে নয়, গোটা বিশ্বে এই পন্থা এই প্রথম থাকতে হবে শুধু মোবাইল। সঙ্গে ইন্টারনেট। ব্যস, তাতেই হবে। ভিড়ের মধ্যে থেকে অনায়াসে শনাক্ত করা যাবে কোন ব্যক্তি মাস্কবিহিন, বা সঠিক ভাবে মাস্ক পরে নেই। সেই ছবি তুলে একেবারে পাঠিয়ে দেবে যথাস্থানে। আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে কাজে লাগিয়ে শুধুমাত্র সফটওয়্যার এর মাধ্যমে এমনই অভিনব মাস্ক স্ক্যানার তৈরি করল ম্যাকাউট। ম্যাকাউটের উপাচার্য সৈকত মিত্র জানান, “আমাদের সল্টলেকের প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষামূলক প্রয়োগে সাফল্য পেয়েছি। আমাদের হরিণঘাটা প্রকল্পে এবার এটা রূপায়ণ করা হবে। প্রয়োজনে দেশ-বিদেশের অন্য কোনও সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানও এর সুফল নিতে পারেন। যিনি এটি তৈরি করেছেন তাঁর নাম প্রীতিময় সান্যাল। এমসিএ এবং এম টেক করা প্রীতিময়বাবু ’হিন্দুস্থান সমাচার’-কে জানালেন এর প্রযুক্তিগত কৌশল। মূল প্রবেশপথের পাশে ইন্টারনেটের সংযোগযুক্ত একটি মোবাইল রাখা আছে। তাতে আপলোড করা হয়েছে ক্লাউড বেসড টেকনোলজির একটা সফটওয়ার। কৃত্রিম মস্তিষ্কের এই সফটওয়ারের নাম দিয়েছি ‘স্মৃতি’। কোনও আগন্তুক ঢোকার সময় ‘স্মৃতি’ ক্ষণিকের মধ্যে তাঁর মুখের ছবি তুলে নিয়ে তিনি ঠিকমত মাস্ক পড়েছেন কিনা, জানিয়ে দেবে। যদি ঠিকমত পড়া থাকে। ধন্যবাদ জানাবে। মাস্ক থুতনিতে বা তার নিচে ঝুললে, সেটাও বলে দেবে। যদি একসঙ্গে একাধিক লোক ঢুকতে যান, স্মৃতি বলে দেবে একে একে ভিতরে ঢুকতে। প্রতিটা পর্যবেক্ষণ আমাদের কেন্দ্রীয় আইডি-তে মেল করে জানিয়ে দিচ্ছে স্মৃতি। প্রীতিময়বাবু জানান, আমরা ‘স্মৃতি’-কে আরও কার্যকরী করার চেষ্টা করছি। সে যাঁর ছবি তুলছে, তাঁর বয়স, পরিচয়, অভিব্যক্তি এসবও নিখুঁতভাবে ধরে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই কৃত্রিম মস্তিষ্কের সাহায্যে ছাত্র-গবেষক-কর্মীদের ওপর নজর রাখার সুযোগ পাবে। মূল প্রবেশপথ ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের ক্যান্টিন, গ্রন্থাগার, ল্যাবের ফটকে রাখা এই সংযোগব্যবস্থায় চটজলদি তাঁর অজান্তেই চিহ্নিত করতে পারবে মাস্কবিহিন বা ঠিকমত মাস্ক না পড়াদের। স্মৃতি মানে মেমোরি। সেদিক থেকে সফটওয়্যারের নামকরণ যথার্থ। প্রীতিময়বাবু জানান, “আর একটা কারণে এই নাম দিলাম। বাবার নাম ছিল স্মৃতিময়। এটা তাঁর প্রতি একটা শ্রদ্ধার্ঘ।”হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

উৎসব এবং অপচয়

সুতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

ভোট গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসব। আর ভোট মানেই শাসক বিরোধী, ডাম বাম সব পক্ষের ঝুড়ি ঝুড়ি আশ্বাস আর প্রতিশ্রুতি। ভোট মিটে যায়, সরকার তৈরি হয়। কিন্তু মানুষের অবস্থার কতটা পরিবর্তন হয়? বছরের পর বছর এই প্রশ্ন একইভাবে প্রাসঙ্গিক। দেখতে দেখতে আরও একবার রাজ্যে বেজে গিয়েছে ভোটের বিউগল। আট দফার নির্বাচনের প্রথম ভোটগ্রহন আগামী ২৭ তারিখ। সেই দিন যে সমস্ত জায়গায় ভোট রয়েছে তার অন্যতম পুরুলিয়া জেলা। বর্তমান রাজ্য সরকারের দাবি, ২০১১ সালে তারা ক্ষমতায় এসে রুক্ষ শুষ্ক এই জেলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন করেছে। জেলার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রাস্তাঘাট, পানীয় জল বা কর্মসংস্থান, সব ক্ষেত্রে এনে সছে পরিবর্তন। কিন্তু কেমন আছে জেলার লোকশিলরা? পুরুলিয়া জেলার অন্যতম লোকশিল্প ছৌ নাচ। বিশেষ ধরণের পোষাক, মুখোশ ও নৃত্যশৈলীর জন্য শুধু মাত্র বাংলাতেই নয়, গোটা দেশে এমনকি দেশের অবস্থা একেবারেই ভালো নয়। সরকরি সহযোগিতা বলতে শুধুই শিল্পী পেনশন। তার উরি এক জার টানার সেক্ষেত্রে এই মূল্যবৃদ্ধির যুগে তা দিয়ে খুব বেশি সুরাহা হয় না বলেই জানাচ্ছেন শ্যামাপদ বাবু। শিল্পীর কাছে জানতে চাওয়া হয়, এই যে মাঝে মধ্যেই দিল্লি থেকে নেতা মন্ত্রীরা আসছেন তারা কোনও সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন? উত্তরে তেমন কোনও আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি পাননি বলেই জানান শ্যামাপদ বিশ্বাস। তাহলে সংসার চলে কীভাবে? জবাবে শ্যামাপদবাবু জানান, শিল্পী পেনশন ছাড়া কোথাও নৃত্য প্রদর্শনের ডাক এলে কিছু রোজগার হয়। এই দুয়ে মিলেই যা হোক করে চালাতে হয় সংসার। তার মধ্যে আবার দীর্ঘ লকডাউন গিয়েছে। সে ক্ষেত্রে পরিস্থিতি খুবই কঠিন হয়ে গিয়েছে বলেই জানান তিনি। এই অবস্থায় আসুন তারা যেন ছৌ শিল্প ও তার সঙ্গে ’দিকটায় আরও একটু নজর দেন। শুধু ছৌ শিল্পীরাই নন উৎসবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রকৃতিও। এলিট বাংলার বচ্ছরকার মোচ্ছবে একটা বড়ো ভূমিকা রয়েছে বসন্ত উৎসবেরও । দেদার ডাল ভাঙা বসন্ত উৎসব ক্রমশ পলাশ ভাঙ্গনের উৎসবে পরিণত হয়েছে। বসন্ত উৎসবের রীতি মেনে অনুষ্ঠান করার সময় ছাত্রীরাদ পলশ শোভিত হতেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় থেকে এই প্রথা সুবিদিততবে প্রথা যে প্রকৃতির কাছে অত্যাচার হয়ে দাঁড়াতে তিনি বোধহয় স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। প্রকৃতির কোলে শিক্ষা এবং শান্তির নীড়ে এমন অশান্তি খোদ প্রকৃতির উপর, তা সত্যিই কষ্টরদায়ক।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত বসন্ত উৎসবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ট্যুইরস্টরা ভিড় জমান। শান্তিনিকেতনে গেলেই চোখে করছেন অনেকে। পলাশ ধ্বংসের এই ঘটনাকে আটকাতে অনেকবার অনেক রকম চেষ্টা হয়েছে অতীতে ঊ আজি দখিন দুয়ার খোলা. এসো হে এসো হে এসো যায় ঠিকই। কিন্তু সেই খোলা দুয়ার প্রতি বছর নিয়ম করে পলাশ ধ্বংসের বার্তা বয়ে আনে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত বসন্ত উৎসব দেখতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু ট্যুরিস্ট একত্রিত হন। বসন্ত উৎসবের রীতি মেনে অনুষ্ঠান করার সময় ছাত্রীরা পলাশ শোভিত হতেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরের সময় থেকেই এই পরথম সুবিদিত। তবে প্রথা যে প্রকৃতির কাছে অত্যাচার হয়ে দাঁড়াবে তিনি বোধহয় স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। প্রকৃতির কোলে শিক্ষা এবং শান্তির নীড়ে এমন অশান্তি

খোদ প্রকৃতির উপর তা সত্যিই কষ্টদায়ক। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনীরা এ বিষয়ে বার বার আওয়াজ তুলেছেন। তাতে সামিল হয়েছেন স্থানীয় মানুষজনও। কিন্তু ট্যুরিস্টদের অত্যাচার থেকে রেহাই মেলেনি পলাশের। বসন্ত উৎসবের ক দিন আগে থেকে অনেকে। কোথাও পলাশ গাছের ডাল সপাকৃতি হয়ে রয়েছে। প্রায় নিয়ম করে প্রতি বাত দু পন পরিচিত। ভন এক ছাত্রীর কথায়, বিশ্বভারতীর প্রাঙ্গণে বসন্ত উৎসবে সামিল হয়ে অনেকেই বার্তা দেন, তারা যথেষ্ট সংস্কৃতি মনস্ক। দেদার ছবিও আপলোড করেন সোশ্যাল মাধ্যমে। কিন্তু খারা এই জিনিসটি করেন তারা কতটা সংস্কৃতি মনস্ক তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। সংস্কৃতি কখনই প্রকৃতিকে ধ্বংস করার কথা বলে না। তারা গুরুদেবের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসে তাকে এবং সবর্পোরি তার আদর্শকে বারবার কালিমালিপ্ত করে যান। কী লাভ হয় তাতে জানি না। পলাশ ধ্বংসের এই ঘটনাকে আটকাতে অনেকবার অনেক রকম চেষ্টা হয়েছে অতীতে। ২০১৩ সালে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এ ঘটনা রুখতে পরিদর্শক দলও গঠন করে। প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে বেশ কিছু পদক্ষেপ করা হয়েছে। যেমন ২০১৭ সালে বসন্ত উৎসবে বিভিন্ন প্রবেশ পথ দিয়ে যারা এসেছিলেন, পলাশ মাথায় থাকলেই তীদের সেটি খুলে বাইরে রেখে তার পর ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে ২০১৮ সালে পলাশের ব্যবহার অনেক কম পি স্বতস্ফুর্তভাবেই মানুষ পলাশ বসন্ত উৎসবে মেতেছিলেন। ২০১৯ সালেও একই দৃশ্য দেখা গিয়েছিল। তবে আদপে কি সে প্রবণতা কমেছেঃ খোয়াইয়ের হাটে একবার চোখ রাখলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। সেখানে পলাশ ফুলের পসরা দেখার মতো। কেউ হাতে পলাশ ফুলের মালা গেঁথে ফেরিও করেন। পর্যটকরা তা দেদার কেনেন। জিজ্ঞাসা করলেই জবাব আসে, হাটে বিক্রি হচ্ছিল কিনেছি। এ প্রবণতা বাড়ার আরও একটি কারণ রয়েছে এমনটাই হোটেলে পৌছে যায়” পলাশের ডালি। এটা বাড়তে বাড়তে এখন পলাশ ধ্বংসের উৎসবে পরিণত হয়েছে। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ বা প্রশাসনের পক্ষে চারদিকে নজর রাখা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে একমাত্র সাধারণ মানুষের শুভবুদ্ধির উপর ভরসা রাখা ছাড়া কোনও গতি নেই। বাঙালির সংস্কৃতি এবং গুরুদেবের সময় থেকে চলে আসা প্রথাকে সম্মান দেখানো খুবই ভালো। তবে কখনই প্রকৃতি ধ্বংস করে নয়। অন্তত এটুকু বুঝলে বসন্তের ঘোষণা খোদ প্রকৃতিই করতে পারবে, পলাশ কৃষ্ণচূড়া শিমুলের রঙিন আহনে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

৩২টি রাজ্যে চালু এক দেশ এক রেশন কার্ড

ত্রিদিবরঞ্জন ভট্টাচার্য

২০২০-এর মার্চে শুরু হওয়া করোনার প্রথম ডেউ সামলে ওঠার আগেই দেশজুড়ে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ছে। গত বছরের মতো করোনা মোকাবিলায় এবার দেশের সব প্রান্তেই এখনও কেউ নিশ্চিত নয়। দেশের অর্থনীতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই প্রশ্নের উত্তর। গতবার লকডাউনের সময় কাজ হারিয়ে জাতীয় সড়ক ধরে দীর্ঘপথ হেঁটে পরিচায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরার সেই মর্মান্তিক দৃশ্য এখনও অনেকে ভুলতে পারেননি। করোনাকালে সমাজের আর্থিকভাবে দুর্বল, পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশার আলোচনা প্রসঙ্গে বার বার উঠে এসেছে গণবন্টন ব্যবস্থা—রেশন ব্যবস্থার কথা। আমাদের আজকের আলোচনা ‘এক দেশ, এক রেশন কার্ড—এই প্রসঙ্গেই। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পরিসংখ্যান সূত্রে প্রকাশ---প্রায় ৫ কোটি পরিযায়ী শ্রমিক কাজের সন্ধানে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে চলে যান। আর এঁদেরই বড় অংশ লকডাউন পর্বে চরম দুর্দশায় পড়েছিলেন। আর শুধু লকডাউনে নয়, সমাজের আর্থিকভাবে পীড়িত অনেকেই ঘরছাড়া, কাজের নিশ্চয়তার অভাবে অনেকের মুখেই দু’বেলা খাবার জোটে না। আর এই অবস্থার অবসানে গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে সবার কাছে সবার কাছে সস্তায় চলে গম ইত্যাদির মতো খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দিতে এক দেশ, এক রেশ কার্ডের —এই ভাবনা। আর সেই ব্যক্তি নিজের ভিটেতে বা কাজের সূত্রে অন্যত্র থাকলেও তাঁর কাছে যেন পৌঁছে যায় এই সুবিধা---আর এজন্যই এক দেশ, এক রেশন কার্ড ব্যবস্থা। ২০১৯---করোনার দাপট তখনও শুরু হয়নি। সেই বছরই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান (প্রয়াত) ‘পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে চারটি রাজ্যে এক দেশ এক রেশন কার্ড ব্যবস্থা চালু করেন। একটু ব্যাখ্যা করে বদলে বলা যায়, কোনও পরিবারের তিনজসদস্য, নিজের জায়গায় রয়েছেন। কর্মসূত্রে দু’জন রয়েছেন অন্যত্র---ভিন রাজ্যে। এই ব্যবস্থায় তিনজন

নিজের ভিটেতে যেমন রেশন পান, তেমনই পাবেন যে দু’জন ভিনরাজ্যে বা অন্যত্র রয়েছেন বা যেখানে কাজ করছেন সেখানে নিজেদেয় রেশন তুলে নিতে পারবেন।

এবার বাজেট পেশ করার সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন জানিয়েছিলেন, ৩২টি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে এই প্রকল্প লাগু রয়েছে। আর এই প্রকল্পের উপক্ষোক্তা প্রায় ৬৯ কোটি জন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, নাগরিক কেন্দ্রিক সংস্কার রূপায়ণের যে চারচি ক্ষেত্র সংস্কারের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে, তার একটি হল---এক জাতি, এক রেশন কার্ড’ পদ্ধতির বাস্তবায়ন। আমরা এই প্রসঙ্গে পরে আসব। এক দেশ এক রেশন কার্ড—এই প্রকল্পের রূপরেখা নিয়ে দু’চার কথা প্রকল্প কথাঃ এই প্রকল্পের প্রাথমিক লক্ষ্য হল সমাজের আর্থিকিভাবে দুর্বলদের ন্যূনতম খাদ্যশস্য পৌঁছে দেওয়া এবং সারা দেশ জুড়েই। দারিদ্রসীমার নীচে রয়েছেন প্রত্যেকেই এই সুবিধা নিতে পারেন। তবে একজন্য থাকতে হবে রেশন কার্ড , আধার কার্ড। আর যে রেশন দোকন থেকে এই রেশন মিলছে সেখানে থাকতে হবে ইলেকট্রনিক পয়েন্ট অব সেল (পিওএস) ডিভাইস, আর এই ডিভাইস বা যন্ত্রে সঙ্গে আধঅর কার্ড, রেশন কার্ডের মেলবন্ধন হবে। কোনও রাজ্যের একশো শতাংশ রেশনের দোকন বা পিডিএস শপে এই ডিভাইস থাকলেই তবেই এক জাতি এক রেশন কার্ড প্রকল্পে সেই রাজ্য অন্তর্ভূক্ত হতে পারবে।

সংবাদ সূত্রে প্রকাশ---সারা দেশের প্রায় ৯২ শতাংশ রেশনের দোকানে এই ডিভাইস রয়েছে। আর প্রায় ৮৫ শতাংশ যোগ্য উপভোক্তা জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন বা এনএফ এস-এর আওতায় রয়েছেন।

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও গণবন্টন মন্ত্রকের দাবি, এই ব্যবস্থার নতুন রেশন কার্ড লাগবে না, রেজিস্ট্রেশনের জন্যও লাগবে না কাগজপত্র। এছাড়াও অন্যত্র রেশন তুলতে গেলে মূল আধার কার্ড বা রেশন কার্ড সঙ্গে বহন করতে হবে না। ফটোকপি বা রেশন কার্ড বা আধার কার্ডের নম্বর এফপিএস বা ফেয়ার প্রাইস শপ বা রেশন দোকানে বললেই রেশন মিলবে। তবে আধার কার্ডের সঙ্গে বায়োমেট্রিক সংযোগ থাকতে হবে। রেশন তোলা যাবে আংশিকভাবে বা পুরো রেশন। আর এর ফলে নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন রেশন কার্ড করার ঝামেলা থাকবে না। এছাড়া নির্দিষ্ট দোকান থেকে রেশন তুলতে হবে সেই বাধ্যবাধকতাও থাকবে।

প্রকৃতপক্ষে এক দেশ, এক রেশন কার্ড ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চালু হলে রেশন দোকান সম্পর্কে উপভোক্তাদের অনেক অভিযোগই কমবে বলে অভিজ্ঞমহলের আশা।

নাগরিক কেন্দ্রিক সংস্কার এবং এই প্রকল্প অর্থ মন্ত্রকের অধীন ব্যয় বিভাগ চারটি ক্ষেত্রে (১) এক জাতি এক রেশন কার্ড প্রকল্প পদ্ধতির বাস্তবায়ন (২) ব্যবস্থা সংক্রান্ত সহজতা, (৩) নগরেকেন্দ্রিক স্থানীয় সংস্থার সংস্কার এবং (৪) বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে সংস্কার রাজ্যগুলি সফলভাবে সমাপ্ত করলে দু’টি সুবিধা দেবার কথা ঘোষণা করেছে। সংস্কার সফলভাবে রূপায়ণের জন্য সেই রাজ্যে জিএসডিপি’র ২.২৫ শতাংশে সমতুল্য ঋণ গ্রহণের সুবিধা পাবে আর চারটি ক্ষেত্রে সংস্কার করলে রাজ্যগুলি ২১৪ লক্ষ কোটি টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত ঋণ নিতে পারবে।

এছাড়াও চারটি সংস্কারের মধ্যে তিনটি সংস্কার সম্পূর্ণ করলে মূলদন ব্যয়ের জন্য রাজ্যগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান প্রকল্পের অধীনে অতিরিক্ত তহবিলের ব্যবস্থা করা হবে।

গত মাসের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে যে ১৭টি রাজ্যে এক জাতি এক রেশন কার্ড প্রকল্প সফলভাবে রূপায়ণ করতে পেরেছে। এই ১৭টি রাজ্যের মধ্যে রয়েছে বাম শাসিত কেরল, কংগ্রেস শাসিত রাজস্থান, বিডেপি শাসিত ওড়িশার মতো রাজ্যগুলি। এছাড়া আছে বিজেপি শাসিত রাজ্য আর এই ১৭টি রাজ্যকে বাড়তি অনুমতি ও দেওয়া হয়েছে। বাড়িতে ঋণের পরিমাণ কয়েকটি রাজ্যের (কোটি টাকায়) গুজরাত -৪৩৫২, ব.াজস্হান - ২৭৩১, উত্তরপ্রদেশে-৪৮৫১, কেরল-২২৬১, পাঞ্জাব-১৫১৬, ওড়িশা-১৪২৯, ত্রিপুরা, ১৪৮, মণিপুর-৭৫। কেন্দ্রীয় খাদ্য ও গণবন্টন দফতরের পক্ষ থেকে সম্প্রতি জানানো হয়েছে যে, ২০১৯ -এর আগস্টে ৪টি রাজ্যজুড়ে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হলেও খুব অল্প সময়ে দ্রুততার সঙ্গে রূপায়িত হয়েছে ৩২টি রাজ্য বা কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে। ২০২০-এর ডিসেম্বরের মধ্যেই এই সাফল্য এসেছে। তিনটি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল (দিল্লি) এখনও এই প্রকল্পের আওতায় নেই। যে তিনটি রাজ্য এখনও নেই এই প্রকল্পে তাঁর মধ্যে রয়েছি আমরা (পশ্চিমবঙ্গ) অসম আর ছত্তিশগর।

পরিযায়ী শ্রমিক/ ভিনরাজ্য কর্মরতদের প্রসঙ্গে এই কেন্দ্রীয় খাদ্য ও গণবন্টন দফতরের দেওয়া একটি তথ্য উল্লেখের দাবি রাখে। এক দেশে এক রেশন কার্ড ব্যবস্থায় মাসে গড়ে ১.৫-১.৬ কোটি রেশন অন্যত্র তোলা হচ্ছে। উপভোক্তার সংখ্যা ৬৯ কোটি জন (এই তথ্য দেওয়া হয়েছে ১২ মার্চ ২০২১)। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রেক্ষাপটে এই পরিসংখ্যান কিছুটা হলেও আশ্বস্ত করে যে, বাড়িতে না থাকলেও ভিনরাজ্যে বসবাসকারীরা রেশন সস্তায় খাদ্যসামগ্রী পেতে পারেন। এবারে আমরা আসবো আমাদের রাজ্যের কথায়।

অন্যান্য প্রকল্পের মতোই এক দেশ এক রেশন কার্ড প্রকল্পে ক্ষেত্রেও আমাদের রাজ্য কেন্দ্রে সঙ্গে প্রথমে একমত হতে পারেনি। গত বছরের প্রথম দিকে খাদ্যমন্ত্রী কয়েকটি প্রশ্ন তুলে এই প্রকল্পকে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত মতের পরিবর্তন হয়। সিদ্ধান্ত হয়---এই প্রকল্পে যারা শামিল হবে। বিভিন্ন সময়ে সময়সীমা বৃদ্ধি করে করে এই প্রকল্পে যোগদানের এই সময়সীমা ধার্য করা হয়েছিল ৩১ মার্চ, ২০২১। এই সময়সীমার এই প্রকল্পে যোগদানের মূল কাজটি এখনও হয়নি। এই ব্যবস্থার প্রাথমিক কাজ হল রেশন বা ন্যায্যমূল্যের দোকানের পিওএস মেশিনের সঙ্গে আধার কার্ড সংযুক্ত রেশন কার্ডের সংযুক্তি। আমাদের রাজ্যে এই কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। এই ব্যবস্থার প্রাথমিক কাজ হল রেশন বা ন্যায্যমূল্যের দোকানের পিওএস মেশিনের সঙ্গে আধার কার্ড সংযুক্ত রেশন কার্ডের সংযুক্তি। আমাদের রাজ্যে এই কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। কবে সম্পূর্ণ হবে, এখনও কেউ জোর দিয়ে বলতে পারছেন না। দিল্লির অবস্থাও আমাদের মতোই ছত্তিশগড়ে এখনও চলছে পিওএস মেশিন কেনার পর্ব। আসলে পিছিয়ে পড়ছে রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ডের সংযুক্তিতে বিলম্বের কারণে। কেন্দ্রীয় খাদ্য ও গণবন্টন মন্ত্রকের আশা, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এই তিন রাজ্যে ও কেন্দ্র শাসিত দিল্লি এক দেশ এর রেশন কার্ড প্রকল্পের আওতায় চলে আসবে। এদের অন্তভূক্তি শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবারও কমিশনের নির্দেশ অমান্যের অভিযোগ রাহুল সিনহার বিরুদ্ধে

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি. স.) : ফের কমিশনের নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখালেন বিজেপি প্রার্থী রাহুল সিনহা।

শীতলকুচিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে চার জনের মৃত্যুর পর যখন উত্তাল রাজ্য, তখনই হঠাৎই চূড়ান্ত আপত্তিজনক মন্তব্য করে কমিশনের কোপে পড়েছিলেন রাহুল। তাঁর নির্বাচনী প্রচার ৭২ ঘণ্টার জন্য ''ব্যান'' করে দেয় নির্বাচন কমিশন। কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞাকে বারবার বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছেন রাহুল, অভিযোগ এমনটাই। অভিযোগ, বুধবারও ফের নানা ''কর্মসূচি''তে যোগ দিয়েছেন তিনি। কী কী কর্মসূচি? এদিন সকালেই ব্যাগ হাতে নিজের নির্বাচনী এলাকার একটি বাজারে হাজির হন বিজেপি প্রার্থী। সেখানে বাজার করার পাশাপাশি ক্রেতা-বিক্রেতাদের সঙ্গে কথাও বলেন তিনি। এর পরই বেশ কয়েকজন কৃষকের সঙ্গে দেখা

করেন তিনি। সেখান চাষের কাজে হাত লাগাতে লাঙল ধরে মাঠেও নেমে পড়েন তিনি।

যদিও এই সব কোনওকিছুই নির্বাচনী প্রচারের অংশ নয় বলে দাবি করেছেন রাহুল সিনহা। তাঁর যুক্তি, ''আমাকে প্রচার করতে বারণ করা হয়েছে। কিন্তু বাজার করতে তো নয়। আমি বাজার করলাম। এরপর চাষিরা ডেকেছেন। তাঁরা ভাবছেন আমি ওখানে গেলে ওদের জমি পূণ্য হয়ে যাবে। সেখানেও তাই যাব। এসব কিছুই নির্বাচনের জন্য নয়।''

মঙ্গলবার নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই তাঁর জন্য প্রচারে আসা শুভেন্দু অধিকারীর সভায় হাজির হয়েছিলেন রাহুল সিনহা। যুক্তি দিয়েছিলেন, ''আমি তো মঞ্চে উঠিনি। প্রচার করতে নিষেধ আছে, শুনতে তো নয়।'' তা নিয়ে কমিশনে অভিযোগও করেছিল তৃণমূল। তবে, নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তৃণমূল প্রার্থী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, ''এই তো নির্বাচনের কমিশনের নিয়ম মানা হচ্ছে! এরা আসলে আইন-শৃঙ্খলা কিছুই মানে না। এরা নাকি বাংলাকে সোনার বানাবে। ধ্বংস করে দেবে। আর রাহুল সিনহা এমনিতেও ৫০ হাজারের বেশি ভোটে হারবেন। এসব নাটক করেও কোনও লাভ হবে না।''

প্রসঙ্গত, শীতলকুচির ঘটনার পরপরই রাহুল সিনহা বলেছিলেন, ''চারজন নয়.শীতলকুচিতে আটজনকে গুলি করে মারা উচিত ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর। আর আটজন কে মারা হল না, তার জন্য সিআরপিএফ-কে শোকজ করা উচিৎ। আর যাঁরা গুলি চালিয়েছে তাঁদের পদক দেওয়া উচিৎ।''

বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের ''জায়গায় জায়গায় শীতলকুচি হবে'' মন্তব্যের পর রাহুলবাবুর এহেন মন্তব্যে শোরগোল পড়ে যায়। কমিশনের কাছে অভিযোগও জমা পড়ে। এরপরই রাহুল সিনহা ৭২ ঘণ্টার জন্য প্রচারে ''নিষিদ্ধ'' ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞার ''ফাঁকফোকড়'' দিয়েই দিব্যি পথে রাহুল সিনহা। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ডিব্রুগড়ে মৃত্যু করোনায় আক্রান্ত বিসিপিএল-এর চিফ ম্যানেজার মানবজ্যোতির

ডিব্রুগড় (অসম), ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : কোভিড১৯-এ সংক্রমিত হয়ে জনৈক ব্যক্তির আজ সকাল প্রায় ১১:০০টায় মৃত্যু হয়েছে। নিহতকে ব্রহ্মপুত্র ক্র্যাকার অ্যান্ড পলিমার লিমিটিড (বিসিপিএল)-এর চিফ ম্যানেজার মানবজ্যোতি দুওরা বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনি ডিব্রুগড়ে কর্মরত ছিলেন। মূল বাড়ি যোরহাটের তারাজান এলাকার কলপারনগরে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গত শনিবার মানবজ্যোতি দুওরার শরীরে কোভিড পজিটিভ ধরা পড়লে তাঁকে ডিব্রুগড়ে আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছিল। কোভিড-১৯-এর চিকিৎসা শুরু হয়েছিল। কিন্তু ডাক্তারদের যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থ করে আজ সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন মানবজ্যোতি।

এদিকে বিসিপিএল-এর আরও চার কর্মচারীও কোভিডে সংক্রমিত। তাঁরাও আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে চিকিৎসাধীন। এই খবর লেখা পর্যন্ত রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের তথ্য অনুয়ায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় অসমে ৫৯০ জনকে কোভিড পজিটিভ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কামরূপ মহানগর জেলায়, ২৪৯ জন, ৭৪ জন ডিব্রুগড়, কামরূপ গ্রামীণ জেলার ৪৮ এবং যোরহাট জেলার ২৫ জন। ওই সময়কালে ৫৯,৩১টি সোয়াব পরীক্ষা হয়েছিল। সে অনুযায়ী পজিটিভের হার ০.৯৯। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন সুস্থ হয়েছেন। তবে সক্রিয় রোগীর সংখ্য ২,৯২৪-। সূত্র জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত ৭৬,৮৩,৪৮৩ জনের পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। তাঁদের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছেন ২,২১,৪৮৩।

মা, মাটি, মানুষের পরোয়া করেন না মমতা : জে পি নাড্ডা

বর্ধমান, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রীর বিরুদ্ধে ফের আক্রমণ শানালেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। বুধবার বর্ধমান জেলার কাটোয়ার জনসভা থেকে মমতাকে আক্রমণ করে নাড্ডা বলেছেন, 'মা, মাটি, মানুষের পরোয়া করেন না মমতা দিদি। তিনি শুধুমাত্র তোলাবাজি, কাটমানি নিয়ে চিন্তিত।' এদিন বর্ধমান জেলার কাটোয়ার জনসভা থেকে বঙ্গবাসীকে আগাম পয়লা বৈশাখের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা বলেছেন, 'মমতা দিদির কাটমানি ও দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন থেকে পশ্চিমবঙ্গকে উন্নয়নের নতুন পথে নিয়ে যাবে বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গ গত ১০ বছরে বহু অনাচার, অত্যাচার দেখেছে। কিন্তু, তবুও বাংলার জনতা ভয় পায়নি, ক্লান্ত হয়নি। বাংলার জনগণ কমল চিহ্নে ছাপ দিয়ে নতুন বাংলা, সোনার বাংলা, আসল পরিবর্তনের দিকে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।' নাড্ডা বলেন, 'দিদি চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, সবসময় রেগে থাকেন, এতেই প্রমাণ হয় যে দিদির হাত থেকে বাংলা চলে গিয়েছে, তৃণমূল সাফ।' নাড্ডা বলেছেন, 'সাম্প্রদায়িক ও বিভাজনমূলক ভাষণের জন্য, ২৪ ঘন্টা মমতার প্রচারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল নির্বাচন কমিশন। বিগত ১০ বছর ধরে এই ধরনের নেতৃত্ব বাংলাকে নেতৃত্ব দিয়েছে। এই অঞ্চলে যোগাযোগ ভালো নয়, কথা দিচ্ছি আমরা এখানে রাস্তা পুনর্নির্মাণ করব, কোল্ড স্টোরেজ তৈরি করব। মধ্যস্থতাকারীদের সরানো হবে এবং কৃষকরা সুবিধা পাবেন।' মমতাকে খোঁচা দিয়ে নাড্ডা বলেছেন, 'মা, মাটি, মানুষের পরোয়া করেন না মমতা দিদি। আমরা এমন প্রচুর প্রমাণও দেখেছি। তিনি শুধুমাত্র তোলাবাজি, কাটমানি নিয়ে চিন্তিত। বাংলার জনগণ আপনার কাছ থেকে জবাব চাইছে। সংবিধানের রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব, কিন্তু এখানকার মুখ্যমন্ত্রী তথাকথিত গোষ্ঠীকে বলছেন আপনারা একত্রিত হন। এমন নেতৃত্ব কী বাংলা চাইছে? এঁরা কী সমাজকে একত্রিত রাখতে পারবে? এঁদের ঘরে বসিয়ে দেওয়া উচিত, না-কি নয়?'

হিন্দুত্ববাদ ও সঙ্ঘের ভাবধারা বদলে দিয়েছে মুকুটমণি অধিকারীর পথ

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে এবার নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারী। তরুণ চিকিৎসক। সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘের নদিয়া (দক্ষিণ)-এর সভাপতি। নিজের কথা জানাতে গিয়ে হিন্দুস্থান সমাচার'-কে মুকুটমণি বললেন, "ঠাকুর্দা বাম আদর্শে বিশ্বাস করতেন। বাবাও তাই। বাবা ছিলেন যাত্রাশিল্পী, কবি। ওষুধের দোকান ছিল। শিয়ালদহ-গেদে লাইনে মাজাদিয়ায় গ্রামের বাড়িতে আমার জন্ম। কাছেই শতাব্দীপ্রাচীন বিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রথম পাঠ। এসএসকেএম থেকে এমবিবিএস। ছাত্রজীবনে এসএফআই করতাম। পরে হিন্দুত্ববাদ ও সঙ্ঘের ভাবধারায় আকৃষ্ট হই। বয়স ৩১। অবিবাহিত।'

লোকসভা ভোটে রানাঘাট কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করতে চেয়েছিল মুকুটমণি অধিকারীকে। সরকারি চাকরিতে ইস্তফা সংক্রান্ত সমস্যায় একেবারে শেষ মুহূর্তে তা হওয়া হয়নি। ঠিক দু'বছরের মাথায় ফের সেই একই বিষয় কেন্দ্র করে বিধানসভা ভোটে তাঁর প্রার্থী হওয়া নিয়ে ফের সংশয় তৈরি হয়। এমনও শোনা যাচ্ছিল যে, মুকুটমণির বদলে তাঁর বাবা প্রার্থী হবেন! মুকুটমণি নিজে সে সব কথা উড়িয়ে শেষ পর্যন্ত প্রার্থী হয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন, আইনগত ভাবে এ বার ভোটে দাঁড়ানোয় কোনও বাধাই তাঁর নেই।

২০১৮ সালের আগস্টে হাঁসখালি ব্লকের বাদকুল্লার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মুকুটমণি চিকিৎসক হিসাবে যোগ দেন। তাঁর দাবি, "আমাকে অস্থায়ী ভাবে নিয়োগের কথা বলা হয়েছিল। চার-পাঁচ বছর পরে আমার স্থায়ী হওয়ার কথা। কাজেই আমার ইস্তফা কেউ আটকে রাখতে পারে না।'' চলতি বছর ফেব্রুয়ারিতেই সরকারি চিকিৎসক পদ থেকে তাঁর ইস্তফা অনুমোদন করে ছাড়পত্র দিয়েছে 'স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল' বা 'স্যাট'। তাঁর অভিযোগ, কিছু 'কুচক্রি' লোক ইচ্ছাকৃত ভাবে ভুয়ো খবর রটাচ্ছে। এদের মধ্যে বিরোধীদের পাশাপাশি তাঁর নিজের দলের কিছু মানুষও যে আছে, এমন ইঙ্গিত তাঁর কথায় মিলেছে। বিধানসভা ভোটের আগে মতুয়া-বিষয়ক কর্মসূচি নিয়ে গঠিত রাজ্য বিজেপির কমিটিতে দুই সাংসদ জগন্নাথ সরকার ও শান্তনু ঠাকুরের সাথে ঠাঁই পান মুকুটমনি। বিধানসভা ভোটকে পাখির চোখ করে রাজ্যে ভোট-ম্যানেজমেন্ট টিম তৈরি করে বিজেপি। সেখানে আলাদা-আলাদা বিষয়ের উপরে কয়েকটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ ভাবেই গত ডিসেম্বর যুব, উদ্বাস্তু এবং মতুয়া কর্মসূচির জন্য তৈরি হয় ৬ জনের কমিটি। যার দায়িত্বে আছেন দেবজিৎ সরকার। এই কমিটিতে জগন্নাথ সরকার, শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে বিজেপিপন্থী মতুয়া সংগঠনের নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি মুকুটমনি অধিকারীকেও সদস্য করা হয়েছে। নদিয়ার দক্ষিণাংশে মতুয়াদের আধিক্য রয়েছে। আবার বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রেও তাই। নদিয়ার দক্ষিনাংশের দু'টি বিধানসভা আবার বনগাঁ লোকসভার অন্তর্গত। রানাঘাট লোকসভায় গত বছর বিপুল জয় পেয়েছে বিজেপি। তবে জেলা বিজেপিতে মুকুটমনি এবং জগন্নাথের মধ্যে বিরোধ আছে বলে দলসূত্রের খবর। চাকরি-সংক্রান্ত জটিলতায় লোকসভা ভোটে প্রার্থী পদ হাতছাড়া হয়ে যায় মুকুটের। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সাংসদ হয়ে যান জগন্নাথবাবু। লোকসভা ভোটের পরে অবশ্য মুকুটমণিকে মতুয়া সংগঠনে আনা হয়। ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে ৫১ শতাংশ ভোট পায় সিপিএম। তৃণমূলের আবীর রঞ্জন বিশ্বাস পান ৪১ শতাংশ। '১৬-তে এই কেন্দ্রে ভোট পড়ে ৮৫ শতাংশ। আবীরবাবু পান তার ৪০ শতাংশ, সিপিএমের রমা বিশ্বাস ৪৮ শতাংশ। বিজেপি-র ভোট হয় ৮ শতাংশ (১৮,১১৪)। এবার সিপিএম প্রার্থী অপরিবর্তিত থাকলেও তৃণমূল প্রার্থী করেছে বর্ণালী দে-কে। জয়ের ব্যাপারে সম্পূর্ণ আশাবাদী। মতুয়া ভোটের ৭০ শতাংশ তাঁর দখলেই থাকবে বলে মনে করেন তিনি। তাঁর কথায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে হেরে গেছেন । ১৮০টি আসন নিয়ে এরাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসতে চলেছে বলে আশাবাদী তিনি । গত লোকসভা নির্বাচনে রানাঘাট মুকুটমণি অধিকারীর নাম প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা হয়েছিল। কিন্তু আইনি জটিলতার কারণে মনোনয়ন জমা দিতে পারেননি তিনি । তাঁর জায়গায় প্রার্থী করা হয় জগন্নাথ সরকারকে। তিনি প্রায় আড়াই লাখ ভোটে জিতেছিলেন । তবে সেক্ষেত্রে জয়ের পিছনে তাঁর অবদান ছিল বলে দাবি মুকুটমণি অধিকারীর। তাঁর দাবি, এর মূল কারণ ছিল 'মোদীহাওয়া''। যা এখনও রয়েছে পূর্ণমাত্রায়। জয়ের বিষয়ে যথেষ্ট আশাবাদী তিনি । এলাকায় বেশ কিছু হিন্দুত্ববাদী সংগঠন রয়েছে, আসন্ন নির্বাচনের জন্য তারা যথেষ্ট সক্রিয় বলে জানিয়েছেন । মতুয়া প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, 'এখানে প্রায় ৬৫ শতাংশ মানুষ মতুয়া সম্প্রদায়। তাদের প্রত্যেকের আশীর্বাদ আমার দিকে রয়েছে।' পাশাপাশি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজনও তাঁর প্রতি সংবেদনশীল বলেও মনে করেন তিনি। তাদের ভোটও বিজেপির ঝুলিতেই ঢুকবে বলে ধারণা। রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচন ১৭ এপ্রিল।

ডঃ বি আর আম্বেদকরের ১৩১তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিজেপি কার্যালয়ে শ্রদ্ধা জানান। ছবি ঃ নিজস্ব

করোনার জেরে ভারত সফরে কাটছাঁট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের

লন্ডন, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : করোনার সংক্রমণের দাপটে বিপর্যস্ত গোটা বিশ্ব। করোনার নতুন স্ট্রেনের দাপটে চলতি বছর জানুয়ারি মাসে সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের ভারতে আসা হয়নি। তখনই জানিয়েছিলেন, এপ্রিলে তিনি ভারত সফরে আসবেন। তবে করোনার তীব্রতা বাড়ায় এবার সেই সফরেও কাটছাঁট করা হচ্ছে। এই সফরকালে জনসন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করবেন বলে বলে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তিত সময়সূচি এবং অন্যান্য বিশদ শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের ডাউনিং স্ট্রিট অফিসের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে, ভারত তথা গোটা বিশ্বে ক্রমেই বাড়ছে করোনার দাপট। করোনা পরিস্থিতির কারণে ভারতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সফরসময় কিছুটা কমানো হয়েছে।কত দিনের জন্যে তিনি আসবেন সেই সময়সূচি খুব শীঘ্রই জানানো হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে আসার পর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এটাই প্রথম ভারত সফর হতে চলেছে বরিস জনসনের। এর আগে করোনার কারণে জানুয়ারি মাসে সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে প্রধান অতিথি হয়ে আসার সফর বাতিল করতে হয়েছিল তাঁকে। চলতি মাসে বরিস জনসন ভারত সফরে এলে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ২৭ বছর কেউ ভারত সফরে আসছেন।

১৬ থেকে ৩০ এপ্রিল সন্ধ্যে ছটা থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত রাজস্থানে নৈশ কার্ফু

জয়পুর, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : বুধবার রাজস্থানের সবকটি শহরে নৈশ কার্ফু জারি করল রাজস্থান সরকার। আগামী ১৬ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সন্ধ্যে ছটা থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত ১২ ঘন্টা নৈশ কার্ফু থাকবে বলে রাজস্থানের প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার ফলে বুধবার সন্ধ্যায় এই ঘোষণা করা হয়। জানা গিয়েছে, নৈশ কার্ফু চলাকালীন কোন শহরের একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে ৫০ জন এবং শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে ২০ জনের বেশি জমায়েত নিষিদ্ধ। রাজনৈতিক সামাজিক এবং ধর্মীয় সভা সমাবেশ আগামী ৩১ মে পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। রাজ্য সরকার রাজস্থানের সরকারি বোর্ডের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা স্থগিত রাখার কথাও এদিনই ঘোষণা করা হয়েছে।

করোনা-আক্রান্ত দিল্লির মন্ত্রী কৈলাশ গেহলট, বাড়িতেই স্বেচ্ছা-নিভৃতবাসে

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): করোনার বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত রাজধানী দিল্লিতে। এবার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন দিল্লির মন্ত্রী কৈলাশ গেহলট। বুধবার কৈলাশ নিজেই জানিয়েছেন তাঁর করোনা-রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। কোভিডে আক্রান্ত হওয়ায় চিকিৎসকদের পরামর্শে বাড়িতেই নিজেকে অন্যদের থেকে পৃথক রেখেছেন। পাশাপাশি সম্প্রতি যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁদের করোনা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। দিল্লির মন্ত্রী কৈলাশ গেহলট বুধবার টুইট করে জানিয়েছেন, 'বুধবার আমি আমার করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। বাড়িতেই আইসোলেশনে রয়েছি। সম্প্রতি যাঁরা আমার সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁরা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিন।'

দক্ষিণ কাশ্মীরে ধৃত দুই জৈইশ জঙ্গি, পাকড়াও তিন সন্ত্রাসী-মদতদাতা

শ্রীনগর, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় জৈইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি সংগঠনের সদস্য দু''জন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। এছাড়াও পুলিশের জালে ধরা পড়েছে তিনজন সন্ত্রাসী-মদতদাতা (ওভারগ্রাউন্ড ওয়ার্কার)। কাশ্মীরের আইজিপি বিজয় কুমার জানিয়েছেন, 'ধৃত জৈইশ জঙ্গিদের নাম জাহীন জাভাইদ দার এবং জাভাইদ আহমেদ দার। গ্রেফতার করা হয়েছে ৩ জন জঙ্গি-মদতদাতাকে।' বুধবার জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, একটি গাড়িতে যাওয়ার সময় বোগুন্ড-কুলগাম রোডের চেকপয়েন্টে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর ৯ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস ৪ জন জঙ্গি মদতদাতাকে গ্রেফতার করেছে। ধৃত ওভারগ্রাউন্ড ওয়ার্কারদের নাম-জাহিদ নাজির, উমের ইউসুফ এবং মুজাফর আহমেদ। প্রত্যেকের বাড়ি জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলায়।

পুলিশের জালে দুই ড্রাগ পাচারকারী, প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার চরস বাজেয়াপ্ত

মুম্বই, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : মুম্বইয়ের বান্দ্রা এলাকার মাদকবিরোধী বিভাগের পুলিশ আন্ধেরি এলাকা থেকে দুজন ড্রাগ পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে। তাদের কাছ থেকে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকার ড্রাগ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতদের নাম ফিরোজ মাকসুদ আলি খান এবং মহম্মদ আরিফ আব্দুল বাবু খান। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মাদকবিরোধী বিভাগের পুলিশ আন্ধেরি এলাকায় তল্লাসি চালিয়ে দুজনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের কাছ থেকে প্রায় দেড় কিলোগ্রাম চরস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, যার বাজারমূল্য প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। পুলিশ ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

৩,৬৮৭ বেড়ে ৩.৫৮-লক্ষাধিক মৃত্যু, ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমণ বাড়ছেই

রিও ডি জেনেইরো, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): ব্রাজিলে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বেড়েই চলেছে। দৈনিক মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা ফের বাড়ল ব্রাজিলে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা কেড়ে নিয়েছে ৩ হাজার ৬৮৭ জনের প্রাণ, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৮০,১৫৭ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ব্রাজিলে ৩ লক্ষ ৫৮ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার) ব্রাজিলে নতুন করে ৩ হাজার ৬৮৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ৭১৮-তে পৌঁছেছে।

করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা প্রতিদিনই হু হু করে বাড়ছে ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৮০,১৫৭ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১৩,৬০১,৫৬৬ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১২,০৭৪,৭৯৮ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,১৬৮,০৫০ জন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

দৈনিক মৃত্যু বেড়ে ৮১৯, আমেরিকায় নতুন করে করোনা-আক্রান্ত ৭৭,৭২০

ওয়াশিংটন, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): আমেরিকায় করোনাভাইরাসের প্রকোপে রাশ টানাই যাচ্ছে না। মার্কিন মুলুকে ফের বাড়ল করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা, ঊর্ধমুখী আক্রান্তের সংখ্যাও। আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৭,৭২০ জন। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৮১৯ জনের। ফলে বাড়তে বাড়তে আমেরিকায় ৩২,০৭০,৭৮৪-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৮১৯ জন বেড়ে আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৭৭ হাজার ১৭৯ জনের।

জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৭ হাজার ৭২০ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৮১৯ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩২,০৭০,৭৮৪-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৪, ৬২৬,৪১০ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬৮ লক্ষ ৬৭ হাজার ১৯৫ জন।

করোনা-আক্রান্ত অখিলেশ যাদব, বাড়িতেই চলছে চিকিৎসা

লখনউ, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সমাজবাদী পার্টি (সপা)-র নেতা অখিলেশ যাদব। বুধবার তাঁর করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে বলে জানিয়েছেন অখিলেশ। আগামী কয়েক দিন বাড়িতে থেকেই তাঁর চিকিৎসা চলবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। বুধবার টুইটারে অখিলেশ লিখেছেন, 'আমার করোনার রিপোর্ট পজিটিভি এসেছে। সকলের থেকে আলাদা থেকে বাড়িতেই চিকিৎসা শুরু করছি।'

একইসঙ্গে অখিলেশ অনুরোধ করেছেন, 'গত কয়েক দিন যাঁরা আমার সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁদের অনুরোধ করব যেন নিজেদের পরীক্ষা করিয়ে নেন। তাঁদের প্রত্যেকেই আইসোলেশনে থাকারও আর্জি জানাব'। প্রসঙ্গত, গত ১১ এপ্রিল অখিল ভারতীয় অখণ্ড পরিষদের সভাপতি মহন্ত নরেন্দ্র গিরি মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন অখিলেশ। পরে জানা যায়, মহন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। যদিও কী ভাবে অখিলেশ সংক্রমিত হলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আপাতত বাড়িতেই চিকিৎসা চলছে উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর।

বাবাসাহেবের প্রেরণা নিয়ে কাজ করবে বিজেপি : জে পি নাড্ডা

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): বাবাসাহেব আম্বেদকরের প্রেরণা নিয়ে কাজ করবে বিজেপি। বিজেপি বাবাসাহেবের প্রেরণা নিয়ে সমাজের জন্য কাজ করায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বুধবার ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা ভারতরত্ন বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এই মন্তব্য করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। পাশাপাশি তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ করে নাড্ডা বলেছেন, 'দলিতদের বিরুদ্ধে কাজ করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। তৃণমূল সরকার সিএএ-রও বিরোধিতা করছে।' বুধবার সকালে নিউটাউনের কদমপুকুরে ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতা বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা বলেছেন, 'দেশের সর্বত্র ভারতরত্ন বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হচ্ছে। বাবাসাহেবের কাছ থেকে প্রেরণা নিয়ে সমাজের জন্য কাজ করায় আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।' জে পি নাড্ডা বলেছেন, 'বাবাসাহেব স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, যে সমস্ত দলিত ভাইয়েরা পাকিস্তানে আছেন, যাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে, তাঁদের ভারতে নিয়ে আসা উচিত এবং বসবাস করতে দেওয়া উচিত। কিন্তু, তৃণমূল সরকার সিএএ-র বিরোধিতা করছে। দলিতদের বিরুদ্ধে কাজ করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।' নাড্ডা বলেছেন, 'দলিত সমাজকে মুখ্যধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য বেশ কয়েকটি প্রকল্প চালু করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। স্টার্ট আপ ইন্ডিয়ার অধীনে দলিত ভাইদের ১০ লক্ষ থেকে ১০ কোটির ব্যবসার জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। বাবাসাহেবকে শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে পঞ্চ তীর্থ প্রতিষ্ঠা করার কাজও করছেন মোদীজি।' তৃণমূলকে আক্রমণ করে নাড্ডা বলেছেন, 'আমাদের আম্বেদকর যাত্রায় হামলা চালায় তৃণমূলের গুন্ডারা, অথচ কোনও এফআইআর দায়ের হয় না, কোনও তদন্ত হয় না। মমতা দিদিকে আমি বলতে চাই, এমন ধরনের হাজার হাজার হামলা হলেও আমরা যাত্রা বের করব এবং বাবাসাহেবের প্রেরণা নিয়ে কাজ করব।' হিন্দুস্থান সমাচার।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

প্রতিদিন মুরগির মাংস খাওয়ার পরিণাম

মুরগির মাংস আমাদের খাদ্যাভ্যাসে আজকাল ডাল ভাতের মতোই সাধারণ। প্রোটিনের একটি আদর্শ উৎস এটি। যার খরচ তুলনামূলক কম, সহজলভ্য এবং নানান পদের রান্না হতে পারে এই মাংসের।

ঘরে বাইরে মিলিয়ে সিংহভাগ মানুষের সপ্তাহে একাধিকবার মুরগির মাংস খাওয়া পড়ে। তাই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, শরীরের ওপর এর প্রভাব কী?

এই বিষয়ে স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত পুষ্টিবিদ লওরেন মানেকার'য়ের অভিমত। সেই প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল বিস্তারিত।

মানেকার বলেন, ‘‘একজন পুষ্টিবিদ হিসেবে আমি মুরগির মাংস অবশ্যই পছন্দ করি, তবে তা যদি কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে রান্না করা হয় তবেই। ‘বেইকড’, ‘গ্রিলড’ ও সৌতে করা মুরগির মাংস যেমন স্বাস্থ্যকর অপরদিকে ডুবো তেলে লম্বা সময় ভাজা লবণ মেশানো মুরগির মাংস তেমনটাই অস্বাস্থ্যকর।’’

‘‘তাই বলে ‘ফ্রাইড চিকেন’ যে একেবারেই বাদ দিতে হবে তা বলবো না, তবে তা যত কম খাওয়া যায় ততই ভালো। মুরগির মাংস খাওয়ার জন্য প্রস্তুত করার প্রক্রিয়ায় যদি তাতে বাড়তি চর্বি, লবণ কিংবা চিনি যুক্ত না হয় তবে এই মাংসের আছে বহুমুখী স্বাস্থ্যগত উপকারিতা।’’

শক্তিশালী হাড়

হাড়ের সুস্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনায় প্রায় সবসময়ই মধ্যমনি হয়ে ওঠে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি। আড়াল হয়ে যায় প্রোটিনের গুরুত্ব। অথচ বাত রোগ থেকে সুরক্ষা দিতে এবং শরীরের পুরো কঙ্কালকে স্বাস্থ্যবান রাখতে প্রোটিন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। আর মুরগির মাংস যেহেতু প্রোটিনের আদর্শ উৎস, তাই খাদ্যাভ্যাসে এর মাত্রা বেশি হলে তা হাড়কে যোগাবে এই অতীব জরুরি পুষ্টি উপাদান।

পেট ভরা রাখে

দুপুর কিংবা রাতের খাবারে মুরগির মাংস খেলে তা লম্বা সময় পেট ভরা রাখে। তাই খাওয়ার কিছুক্ষণ পর জিহ্বার ক্ষুধা থেকে রেহাই পাবেন অনেকাংশে। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং হজমতন্ত্র সুস্থ রাখতে রাতের খাবারের পর আর কিছু না খাওয়া বিশেষ জরুরি।

স্মৃতিশক্তির উন্নতি

মুরগির মাংসে মেলে ‘কোলিন’, যা স্মৃতিশক্তি ও মস্তিষ্কের অন্যান্য কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন হওয়ায় সহায়তা করে। বিশেষজ্ঞরা দাবি করেন, যারা বেশি ‘কোলিন’ গ্রহণ করেন, স্মৃতিশক্তির পরীক্ষায় তারা অপেক্ষাকৃত ভালো করেন। এছাড়াও মুরগির মাংস থেকে পাওয়া যায় ভিটামিন বি টুয়েলভ। আর এই উপাদানও স্মৃতিশক্তি বাড়াতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। মানসিক সুস্বাস্থ্য ট্রিপ্টোফান’ নামক এক ধরনের ‘অ্যামিনো অ্যাসিড’য়ের যোগান দেয় মুরগির মাংস। এর কাজ হল ‘সেরোটনিন’ হরমোন যা মানুষের মন ভালো করে সেটির মাত্রা বাড়ানো। ‘সেরোটনিন’য়ের মাত্রা চাহিদার তুলনায় কম থাকলে মানুষ হতাশায় ভোগে। তাই মুরগির মাংস এদিক দিয়ে মন মেজাজ ভালো রাখতেও সাহায্য করে।

অবসাদ কমায়

আয়রন'য়ের অভাবে যারা ‘অ্যানেমিয়া’ বা রক্তশূন্যতায় ভুগছেন, তাদের একটি সাধারণ সমস্যা হল অবসাদগ্রস্ত থাকা। পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়ার পরও ক্লান্তি এই রোগীদের পিছু ছাড়েনা। এক্ষেত্রে খাদ্যাভ্যাসে পর্যাপ্ত মুরগির মাংস আয়রন'য়ের যোগান বাড়াবে, যা পক্ষান্তরে বাড়াবে কর্মশক্তি।

হৃদযন্ত্রের বন্ধু

মুরগির মাংস যদি অতিমাত্রায় তেলে ভেজে না খান কিংবা অন্য কোনো অস্বাস্থ্যকর রন্ধন পদ্ধতি ব্যবহার না করেন তবে তা হৃদযন্ত্রের জন্য উপকারী একটি খাবার। পুষ্টিবিদের পরামর্শ মাফিক স্বাস্থ্যকর মাত্রায় মুরগির মাংস খাওয়া মাধ্যমে কোলেস্টেরল কমানো সম্ভব।

প্রজনন ক্ষমতা বাড়ায়

নারী পুরুষ যেই হোক, সন্তান নেওয়া পরিকল্পনা যারা করছেন, তাদের উচিত মুরগির মাংসের ওপর জোর দেওয়া। নারীর প্রজনন ক্ষমতা ও পুরুষের বীর্জের গুনগত মান বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা আছে এই মাংসের।

অন্ত্রের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়

পরিসংখ্যান বলে, যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশেও ক্যান্সারে মৃত্যুর হারের হিসেবে তৃতীয় অবস্থানে আছে অন্ত্রের ক্যান্সার। এই রোগের পেছনে অনেকগুলো কারণ থাকে। তবে সেই কারণগুলোকে সামান্য হলেও দমাতে পারবেন খাদ্যাভ্যাসে স্বাস্থ্যকর মাত্রায় মুরগির মাংস থাকলে। আসল কথা হল পরিমাণের দিকে নজর দেওয়ার কথা না বললেই নয়। একটি খাবার যতই স্বাস্থ্যকর হোক, তা অতিরিক্ত খেলে হিতে বিপরীত হবেই। আবার মুরগির মাংস স্বাস্থ্যকর বলে তার ওপর বেশি জোর দেওয়ার কারণে খাদ্যাভ্যাসে বৈচিত্র্য কমবে। ফলে অন্যান্য অনেক পুষ্টি উপাদান থেকে বঞ্চিত হবেন। প্রোটিনের অন্যান্য উৎস যেমন- সামুদ্রিক মাছ, বীজ ও শুঁটি ধরনের খাবার ইত্যাদিও প্রোটিনের উল্লেখযোগ্য উৎস। আর প্রোটিনের পাশাপাশি এগুলোতে

স্বাস্থ্যকর ওটমিল খাওয়ার অস্বাস্থ্যকর ভুল

স্বাস্থ্যকর সকালের নাস্তার তালিকায় ওটমিলের অবস্থান প্রথমসারিতে। তৈরি করাও সহজ, শুধু ওভেনে যেমন তৈরি করে নেওয়া যায়, তেমনি সময় থাকলে তা দিয়ে বিভিন্ন পদ তৈরি করার সুযোগও আছে।

তবে যত স্বাস্থ্যকরই হোক না কেনো, এর অপব্যবহারের কারণে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকার বদলে উল্টো ওজন বেড়ে যেতে পারে। স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল ওটমিল খাওয়া অভ্যাসকে স্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রাখতে বর্জনীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে।

শুধু ওটমিল খাওয়া: ওটমিলে ক্যালরি থাকে কম, অপরদিকে প্রোটিন আর ভোজ্য আঁশ থাকে বেশি। মাত্র আধা কাপ ওটমিল থেকে মিলবে তিন গ্রাম চর্বি, ২৭ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, চার গ্রাম ভোজ্য আঁশ, এক গ্রাম চিনি ও পাঁচ গ্রাম প্রোটিন। পাশাপাশি প্রায় ১৫০ গ্রাম ক্যালরি গ্রহণ কমাবে ওইটুকু ওটমিল। তবে সমস্যা হল পুরোপুরি শষ্য থেকে ওটমিলেও কার্বোহাইড্রেট'য়ের পরিমাণটা বেশি।

তাই রক্তে শর্করার মাত্রা চট করে বেড়ে যাওয়া ঠেকাতে এর সঙ্গে যোগ করতে হবে সামান্য পরিমাণে চর্বি, ভোজ্য আঁশ এবং প্রোটিন।

যেমন ওই আধা কাট ওটমিলের সঙ্গে এক চা-চামচ বাদামের মাখন মিশিয়ে দিলে এর স্বাদ যেমন বাড়বে তেমনি যোগ হবে প্রায় ৪ গ্রাম প্রোটিন আর ৮ গ্রাম চর্বি। তিল ছড়িয়ে দিলেও একই উপকার পাওয়া যাবে। প্যাকেটজাত ‘ফ্লেইবার’যুক্ত ওটমিল: কাজ সহজ করার জন্য প্যাকেটজাত ওটমিল কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার জানা উচিত বিভিন্ন ধরনে ‘ইনস্ট্যান্ট ওটমিল’য়ে থাকে নানান কৃত্রিম উপকরণ এবং চিনি।

যেমন কিছু ‘ইনস্ট্যান্ট ওটমিল’য়ে ১৪ গ্রাম পর্যন্ত চিনি পাওয়া গেছে। এছাড়াও পাওয়া গেছে ‘ভেজিটেবল অয়েল ও কৃত্রিম ‘ডাই’। তাই কোনোরকম ‘ফ্লেইবার’ নেই এমন ওটমিল কেনা উচিত আর সঙ্গে মেশাতে হবে ঘর থাকা উপকরণ।

অতিরিক্ত চিনি: এক বাটি ওটমিলের সঙ্গে দুই চা-চামচ চিনি মেশালে যোগ হল প্রায় ৫০ ক্যালরি, এমনকি তা বাদামি চিনি হলেও। আবার সঙ্গে যদি যোগ করা হয় ম্যাপল সিরাপ তবে কার্বোহাইড্রেট'য়ের মাত্রা গেল বেড়ে। তা পেটে গিয়ে রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দেবে মুহূর্তেই। তাই এসবই বাদ দিয়ে যদি মিষ্টি স্বাদ আনতে হয় তবে তাজা ফল ও দারুচিনি যোগ করতে পারেন। মধুও ব্যবহার করা যাবে।

ড্রাই ফ্রুট: তাজা ফলের তুলনায় ‘ড্রাই ফ্রুট’য়ে ক্যালরির পরিমাণ বেশি থাকে। মাত্র আধা কাপ ‘ক্র্যানবেরি ড্রাই ফ্রুটস’ ওটমিলে যোগ করবে প্রায় ২৯ গ্রাম চিনি আর ৩৩ গ্রাম কার্বোহাইড্রেইট। অপরদিকে এক কাপ তাজা ক্র্যানবেরিতে থাকে ৪৬ ক্যালরি আর ৪ গ্রাম চিনি। চিনির বদলে খেজুর দিয়ে মিষ্টি স্বাদ আনতে চাইলেও বিপদ। প্রতিটি খেজুরে আছে প্রায় ১৬ গ্রাম চিনি আর মাত্র দেড় গ্রাম ভোজ্য আঁশ। তাই তাজা ফলে সীমাবদ্ধ থাকাই হলে বুদ্ধিমানের কাজ। প্রোটিন যোগ না করা: ওটমিলের নিজস্ব প্রোটিনের মাত্রা প্রায় পাঁচ গ্রাম, সঙ্গে আছে প্রায় ৩০ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট। ওটমিল খাওয়ার সময় অবশ্যই সঙ্গে প্রোটিন যোগ করতে হবে, বিশেষত সকালে খেলে। এতে পেট ভরা থাকবে লম্বা সময় আবার রক্তে শর্করার মাত্রা চট করে বেড়ে যাবে না। এজন্য ওটমিলের সঙ্গে যোগ করতে পারেন এক চা-চামচ বাদামের মাখন, এক ‘স্কুপ’ প্রোটিন পাউডার, গরম অবস্থায় সিদ্ধ করা ডিমের সাদা অংশ, টকদই, ‘কটেজ চিজ’ ইত্যাদির যে কোনো একটি।

দুধ যোগ করতে সাবধান: ছোটবেলার দুধ পান করতে পারলেও পরিণত বয়সে এসে অনেকেরই বিভিন্ন মাত্রার ‘ল্যাকটোজ ইনটোলেরেন্স’ দেখা দেয়। ওটমিলের সঙ্গে দুধ মেশানো তাদের ক্ষেত্রে পেটের গোলমাল ডেকে আনতে পারে। শুধু তাই নয়, এক কাপ ননীযুক্ত দুধে আছে প্রায় ১৫০ ক্যালরি এবং ১৬ গ্রাম চিনি। তাই খাঁটি দুধের বিকল্প খুঁজতে হবে যদি ক্যালরি গ্রহণের মাত্রা কমাতে চান। ‘আমন্ড মিল্ক’য়ের ক্যালরির মাত্রা প্রায় ৩৫, সঙ্গে কোনো চিনি নেই। তাই এটা হতে পারে স্বাস্থ্যকর বিকল্প।

বাসি রুটি ফেলবেন না, বানান রুটির পায়েস থেকে রোটি চটপটা

পর্না সেনগুপ্ত: আগের দিনের বেঁচে যাওয়া রুটি খেতে চান না অনেকেই। হয় কুকুর বা পাখিকে দিয়ে দেন, নয়তো ফেলে দেন। কিন্তু জানেন কি এই বাসি রুটি দিয়ে দারুণ সুস্বাদু কিছু রেসিপি তৈরি করা যায়, তাও খুব সহজে। এরকমই তিনটি রেসিপি রইল এই প্রতিবেদনে।

রুটির পায়েস- চালের পায়েস বা সিমুইয়ের পায়েস এখন পুরোনো।। বাসি রুটি দিয়ে খুব সুন্দর পায়েস বানানো যায়, জানেন কি? বাড়িতে বাসি রুটি আর দুধ থাকলেই নিমেষে বানিয়ে ফেলা যায় এই রুটির পায়েস। বানানোর প্রক্রিয়াটি হল প্রথমে একটা পাত্রে রুটিটা ছোট ছোট টুকরো করে ছিঁড়ে, ফ্রাই প্যানে ঘি গরম করে তার মধ্যে রুটির টুকরো গুলো মুচমুচে করে ভেজে নিতে হবে। অন্য একটা পাত্রে দুধ জ্বাল দিয়ে ঘন করে নিতে হবে। ঐ দুধের মধ্যে তেজ পাতা ও এলাচ দিয়ে দিতে হবে। দুধটা বেশ ঘন হয়ে গেলে তার মধ্যে চিনি মিশিয়ে দিতে হবে। কিছু পরে আগে থেকে ভেজে রাখা রুটির টুকরো দিয়ে ভাল করে নেড়ে দিতে হবে যাতে তলায় লেগে না যায়।

রুটি গুলো ভিজে রাবরির মতো হলে এবং দুধটা ক্ষীরের মতো হলে নামিয়ে নিতে হবে আঁচ থেকে। উপরে শুকনো নানারকম বাদামকুচি দিয়ে গরম বা ঠান্ডা পরিবেশন করতে হবে। এভাবে তৈরী হয়ে গেল বাসি রুটির পায়েস।

রোটি চটপটা- ছোট ছোট চৌকো করে রুটিগুলিকে ছিঁড়ে নিতে হবে। একটা ফ্রাই প্যানে মাখন গরম করে ভেজে নিন ওই টুকরো গুলো। যেন বেশ মুচমুচে হয়। আরেকটা সসপ্যানে তেল গরম করে তাতে পেঁয়াজ কুঁচি ভাল করে ভাজতে হবে। এর মধ্যে আদা রসুন বাটা, টমেটো কুচি, একটু অন্য সবজি যেমন গাজর, ফুলকপি, ক্যাপসিকাম কুচি করে দিয়ে দিতে হবে। ভাজতে হতে ভালো করে। ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে ওই চৌকো করে ভাজা রুটির টুকরো গুলো এর মধ্যে দিয়ে নেড়ে নিন। ভালো করে মিশিয়ে নাড়াচাড়া করুন। গ্যাস অফ করে গরম গরম ক্রিসপি রুটি কাটলেট- রুটি গুড়ো গুড়ো করে নিতে হবে।

এরপর সেদ্ধ আলু মেখে নিন ভালো করে। একটা বাটিতে রুটির গুড়ো, সেদ্ধ আলু, পেঁয়াজ কুচি, আদা কুচি, ধনেপাতা কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি, ময়দা, কনফ্লেক্স, নুন, জিরেগুঁড়ো, লেবুর রস, পনির দিয়ে ভালো করে মাখতে হবে। মিশ্রন থেকে কিছুটা করে নিয়ে কাটলেট এর মতন গড়ে নিতে হবে। ময়দা জল ও নুন দিয়ে গুলে নিতে হবে। কাটলেটগুলি ময়দার ব্যাটারে ডুবিয়ে বিস্কুটের গুঁড়ো মাখিয়ে ছাঁকা তেলে কম আঁচে দুই পিঠ ভেজে নিতে হবে।

মলদ্বীপে মন মজেছে জাহ্নবীর, খোলামেলা পোশাকে পারদ চড়ালেন ইনস্টাগ্রামে

মলদ্বীপে মন মজেছে বলিউডের। গত বছরের শেষের দিক থেকেই নীল জলের দেশে হারিয়ে যাচ্ছেন তারকারা। এ বার সেই তালিকায় নতুন সংযোজন জাহ্নবী কপূর। মলদ্বীপে গিয়ে পৌঁছেছেন জাহ্নবী। সঙ্গে রয়েছেন বন্ধুরা। গন্তব্যে পৌঁছেই নিজের একগুচ্ছ ছবি অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। এই প্রথম কিছুটা অন্য ভাবে ক্যামেরার সামনে ধরা দিলেন জাহ্নবী। সাঁতারের পোশাক এবং মনোকিনিতে দেখা গেল তাঁকে। ইনস্টাগ্রামে দু'টি ছবি পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী। রং বেরঙের একটি সাঁতারের পোশাক পরেছেন তিনি। প্রথম ছবিতে জাহ্নবীর চুল খোলা। দ্বিতীয় ছবিটিতে দুটি বিনুনি করেছেন তিনি। জিভ বার করে মজার ভঙ্গিমায় ক্যামেরার দিকে

আরও পড়ুন কোন বলিউড অভিনেতার সঙ্গে আলিবাগ গিয়েছিলেন রিয়া?

শুধু জাহ্নবীই নন, শ্রদ্ধা কপূরও উড়ে গিয়েছিলেন মলদ্বীপে। বলিউডে গুঞ্জন, শ্রদ্ধার প্রেমিক এবং বিখ্যাত চিত্রগ্রাহক রোহন শ্রেষ্ঠও রয়েছেন সেখানে। শ্রদ্ধা বা রোহন যদিও একসঙ্গে ঘুরতে যাওয়ার বিষয়ে মুখ খোলেননি, তবে দু'জনের ইনস্টাগ্রামেই ভেসে উঠেছে মলদ্বীপের ছবি। এর পরে দু'য়ে দু'য়ে চার করে নিতে অসুবিধা হয় না। মাধুরী দীক্ষিত নেনেও আপাতত ছুটি কাটাচ্ছেন সেখানেই।

নিজেই এগিয়ে এসে ভোটারদের হাতে স্যানিটাইজার দিলেন কাঞ্চন

তাঁর কেন্দ্রে ভোট বলে কথা! শুক্রবার সকাল থেকে চার দিকে ঘুরে বাড়ালেন কাঞ্চন মল্লিক। বুথ থেকে বুথ। কোন্নগর, নবগ্রাম, কানাইপুর, উত্তরপাড়া, কোতরং, হিন্দমোটর পাড়ায় পাড়ায় বুথে দেখা দিয়ে গেলেন তিনি। পরনে ছিল হলুদ পাঞ্জাবি, জিন্স এবং কপালে লাল টিকা। কেমন চলছে ভোটপর্ব, ভোটারদের কোনও সমস্যা হচ্ছে না তো, তদারকি চলালেন সন্ধে পর্যন্ত। শনিবার বিকেল নাগাদ যোগাযোগ করা হল অভিনেতার সঙ্গে। কেমন কাটছে আজকের দিন? অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও কথা বললেন প্রার্থী। বললেন, “কখন যে সেই কচুরি খেয়েছি ভুলেই গিয়েছি। মাঝে একটা বিরিয়ানির প্যাকেট দিয়েছিল। একটু খেয়েছিলাম। ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই আমার।” নবগ্রামের একটি বুথে ঢুকেই সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন কাঞ্চন। ষাটোর্ধ এক মহিলা স্যানিটাইজার চাইছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে সাহায্য করলেন তিনি। এ ভাবেই বুথে বুথে ঘুরে ভোটপর্ব চাক্ষুষ করলেন অভিনেতা প্রার্থী।

তারই মাঝে একটি বুথে কাঞ্চনকে পোলিং এজেন্ট ভেবে বসেছিলেন সিআইএসএফ-এর এক জওয়ান। কাঞ্চন তাঁকে বলেন, “আপনি কোন ক্লাস? পরিচয়পত্রটা পড়লেই বুঝবেন।” তার পরেই নিজের ভুল বুঝে প্রার্থীকে ছেড়ে দেন সেই জওয়ান।

ব্যক্তিগত বিমানে প্রাক্তন প্রেমিক বিরাটের সঙ্গে কী করছেন তামান্না? প্রশ্ন নেটাগরিকদের

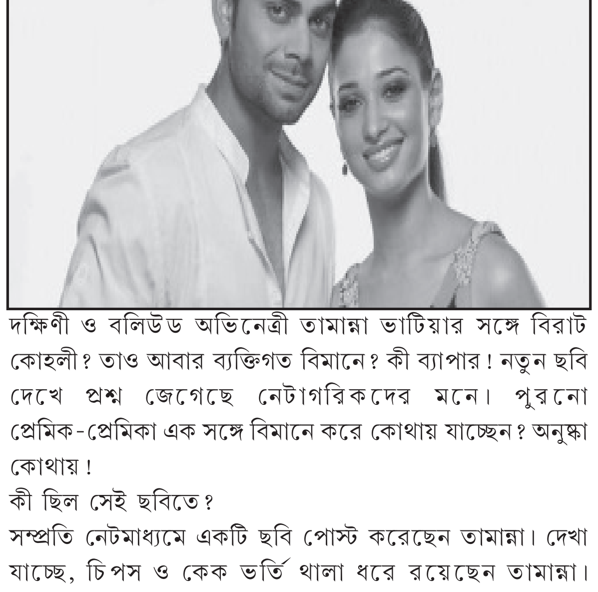

দক্ষিণী ও বলিউড অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়ার সঙ্গে বিরাট কোহলী? তাও আবার ব্যক্তিগত বিমানে? কী ব্যাপার! নতুন ছবি দেখে প্রশ্ন জেগেছে নেটাগরিকদের মনে। পুরনো প্রেমিক-প্রেমিকা এক সঙ্গে বিমানে করে কোথায় যাচ্ছেন? অনুষ্কা কোথায়!

কী ছিল সেই ছবিতে?

সম্প্রতি নেটমাধ্যমে একটি ছবি পোস্ট করেছেন তামান্না। দেখা যাচ্ছে, চিপস ও কেক ভর্তি থালা ধরে রয়েছেন তামান্না। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন অভিনেত্রী। পিছনে দেখা যাচ্ছে আরও দু'জনকে। বাঁ পাশে এক জন মহিলা মজা করে সেই থালার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। সেই মহিলার পাশে আরও এক জন পুরুষ। তামান্নার পিছনে বসে তিনিও সেই থালার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

২০১২ সালে একটি বিজ্ঞাপনের শ্যুটিংয়ে দেখা হয় তামান্না ও বিরাটের। প্রেম করেন তাঁরা। কিন্তু এক বছরের বেশি টেকেনি সে সম্পর্ক। আর তাই আরও বেশি ঘাবড়ে গিয়েছেন নেটাগরিকরা। তবে সত্যিটা একটু অন্য রকম। যে ব্যক্তিকে ভারতের অধিনায়ক বলে ভুল করছেন সবাই, তিনি আসলে তামান্নার ব্যক্তিগত রূপটান শিল্পী ফ্লোরিয়ান হুরেল। নেটাগরিকদের মতে, দু'জনের চেহারায় অনেকটা মিল রয়েছে।

তবে কয়েক জন নেটাগরিক কেবল মজা করেই তামান্না আর বিরাটের প্রেমের প্রসঙ্গ তুলেছেন। কেউ লিখেছেন, ‘আপনার পিছনে বিরাট কোহলী কী করছেন’? কেউ লিখেছেন, ‘তাঁকে অনেকটা কিং কোহলীর মতো দেখতে’। কারও আবার ধারণা হয়েছে, আইপিএল-এর উদ্বোধনী ম্যাচ দেখতে যাচ্ছেন তামান্না। যেখানে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর খেলা রয়েছে। ঘটনাচক্রে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর অধিনায়ক বিরাট।

ডঃ বি আর আম্বেদকর ১৩১তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সিপিএম নেতৃত্ব শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ছবি ঃ নিজস্ব

সেলিব্রিটিদের নেওয়া খুব ভুল হয়েছে : অনিন্দ্যগোপাল মিত্র

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি. স.) : আক্ষরিক অর্থেই পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র ভিতপুজো করেছিলেন অনিন্দ্যগোপাল মিত্র। রাজ্য বিজেপি-র প্রথম সদস্য ছিলেন। এখন বয়স প্রায় ৭৫। জীবনের সিংহভাগ লালন করে এসেছেন বিজেপি-কে। বললেন, “ভোটে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। ২ তারিখে খেলা হয়ত শেষ হবে না।“

রূপকথার মত জীবনের গতিরেখা অনিন্দ্যবাবুর। জন্ম ১৯৪৭-এ, খুলনার বাগেরহাটে। দেশ স্বাধীন হওয়ার তিন দিন আগে মায়ের কোলে করে চলে আসেন এপারে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকের সঙ্গে সংযোগ ১৯৫৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর। ’৬৩-তে ম্যাট্রিক দিয়েই বিস্তারক। প্রায় সাত বছর ছিলেন ওই দায়িত্বে। ’হিন্দুস্থান সমাচার’-কে এ সব সবিস্তারে জানিয়ে বললেন, “প্রথমেই বজবজে একদিন প্রচুর মার খেলাম কংগ্রেসের ছেলেদের কাছে। পরে এককালে এই কংগ্রেসই আমাকে বিধানসভা ভোটে বৌবাজারে দাঁড় করিয়ে মন্ত্রী করতে চেয়েছিল। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এ কারণে সোমেন মিত্রকে পাঠিয়েছিলেন আমার বাড়িতে। ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।“

আজ দলবদলের রাজনীতিতে এ সব অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু যাঁরা অনিন্দ্যবাবুকে জানেন, তাঁরা জানেন এগুলো দিনের আলোর মত সত্যি। জানালেন, ‘‘১৯৭৬-এর ২৬ জুন জরুরি অবস্থায় আরএসএস-এর সরসঙ্ঘচালক ছিলেন বাবাসাহেব দেওরস। তাঁর ভাই ভাওরাও ছিলেন পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বে। ওঁদের নির্দেশে রাজনীতির দায়িত্বপালন শুরু করলাম। ’৭৭-এর ১১ জুলাই হলাম যুব জনসঙ্ঘের রাজ্য প্রধান। প্রফুল্ল সেন, আভা মাইতি, ত্রিদিব চৌধুরী, অশোক ঘোষ সমকালীন রাজনীতির মহারথীদের জানাতাম আমাদের কথা। ওঁদের নিয়ে যেতাম ভাওরাও দেওরসের কাছে। জয়প্রকাশ নারায়ণ যখন ‘নব নির্মান সমিতি’ করলেন, চার জনকে করলেন ওঁর পরামর্শদাতা। আমি ছাড়া বাকি তিনজন হলেন লালু প্রসাদ যাদব, নীতিশ কুমার ও রামবিলাস পাশোয়ান। আমি ছিলাম পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বে। ভিপি সিং যখন জনতা মোর্চা সরকারের প্রধান, বিজেপি-র তরফে আমাকে ওনার সহায়কের দায়িত্ব দেওয়া হল।‘‘১৯৮০-র ৬ এপ্রিল বিজেপি-র প্রতিষ্ঠা হল। ’৮১-তে থেকে দলের যুব মোর্চার সভাপতি। ’৮২-তে রাজ্য সম্পাদক। ১৯৯০-তে বিজেপি-র রাজ্য সম্পাদক। কীভাবে দলের কাঠামো বদলালো? অনিন্দ্যবাবুর কথায়, “ওই সময় সভাপতি নন, রাজ্য সম্পাদকই ছিলেন দলের সর্বেসবা। তপন শিকদার যখন সভাপতি, ’৯২-’৯৩ থেকে দলে সভাপতির পদটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।“

সংগঠনের সর্বভারতীয় পর্যায়ে ডাক পড়তে থাকে অনিন্দ্যবাবুর। জানালেন, ‘‘আমাদের জুট ফেডারেশন খুব শক্তিশালী ছিল। বহু বছর এর জাতীয় সভাপতি ছিলাম। নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে চার দশকের ওপর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন নিয়ে কথা বলতে ২০১৮-তে উনি আমাকে শেখ হাসিনার কাছে দূত হিসাবে পাঠালেন। সে বছর ১৩ আগস্ট যে সমাদর আর আন্তরিকতা আমি ওখানে পেয়েছি, তা আজও মনে আছে। বাংলাদেশের ২৯টা কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল আমাদের বৈঠকের খবর।“ অনিন্দ্যবাবুর কথায়, “দলের কাজই ছিল আমার সংসার। আলাদা করে সংসার পাতার পরিকল্পনা ছিল না। অটলবিহারি বাজপেয়ি যখন প্রধানমন্ত্রী, সস্নেহে নির্দেশ দিলেন বিয়ে করতে হবে। তখন আমার ৫৪ বছর। ওই বয়সে বিয়ে করতে বাধ্য হলাম। একসময় প্রফুল্ল সেন বাড়িতে আসতেন খাবার আড্ডায়। জয়প্রকাশ নারায়ণ ছাড়াও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ইন্দিরা গান্ধী, লালকৃষ্ণ আডবানি, মুরলি মনোহর যোশি, জ্যোতি বসুর সঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রিত্ব চলে যাওয়ার পর বহুকাল জ্যোতিবাবু সপ্তাহান্তে আমার বাড়িতে নিয়মিত এসেছেন। গত বছর ২৬ এপ্রিল মোদীজী এসেছিলেন সম্বর্ধনা দিতে।“

এবার নির্বাচনে প্রচারের কাজে অংশ নিচ্ছেন? অনিন্দ্যবাবুর জবাব, “নিচ্ছি। এই তো চার দিনের জন্য বোলপুর গিয়েছিলাম। উত্তর দমদম, চৌরঙ্গীর প্রচারেও একটু একটু অংশ নিতে হচ্ছে।“ দল তো অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। সব ঠিকঠাক এগোচ্ছে? বর্ষীয়ান রাজনীতিকের উত্তর, “না। সেলিব্রিটিদের নেওয়া খুব ভুল হয়েছে। ওরা সব স্বার্থের জন্য দলে এসেছে। কারও কারও ব্যাঙ্কঋণ মুকুব বা এ রকম অভিসন্ধিও আছে। এটা ওপর মহলেও জানিয়েছি।“হিন্দুস্থান সমাচার

হাসপাতাল থেকে করোনা প্রতিষেধক কোভ্যাক্সিনের ৩২০ ডোজ চুরি, তদন্ত

জয়পুর, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা সংক্রমণ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। সেই তুলনায় প্রতিষেধকের জোগান কম বলে দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে এমনই অভিযোগও জমা পড়ছে। সেই পরিস্থিতিতে জয়পুরের হাসপাতাল থেকে চুরি হয়ে গেল কোভ্যাক্সিনের ৩২০টি ডোজ। টিকার মজুতঘর থেকে অন্যত্র প্রতিষেধক পাঠানোর সময়ই সময়ই চুরি গিয়েছে বলে সন্দেহ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের।বুধবার রাজস্থানের জয়পুরের শাস্ত্রী নগরের কাঁওয়াটিয়া হাসপাতালে এই ঘটনা ঘটেছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, প্রতিষেধকের মোট ৩২টি ভায়াল বা শিশি চুরি গিয়েছে। এর প্রত্যেকটিতে ভারত বায়োটেকের তৈরি কোভ্যাক্সিনের ১০টি করে ডোজ ছিল। সবমলিয়ে কোভ্যাক্সিনের ৩২০ ডোজ চুরি গিয়েছে।হাসপাতালের চিফ মেডিক্যাল অফিসার নরোত্তম শর্মা বলেন, “হাসপাতাল থেকে ৩২০ ডোজ চুরি গিয়েছে। গোটা ঘটনায় আমরা হতবাক। গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখছি আমরা। থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে।”

প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখকে জিজ্ঞাসাবাদ করল সিবিআই

মুম্বই, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : মুম্বইয়ে তোলাআদায় কাণ্ডে মহারাষ্ট্রে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখকে বুধবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই কয়েক ঘন্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করল। এদিন সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিকরা ডিআরডিও গেস্ট হাউসে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। প্রাক্তন মন্ত্রী অনিল দেশমুখ মুম্বই পুলিশের ধৃত এএসআই সচিন ওয়াজেকে প্রত্যেক মাসে একশো কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছিল বলে অভিযোগ করেছিলেন মুম্বাই পুলিশের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার পরম বীর সিং।

সিবিআই এদিন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর সিদ্ধান্ত নেবে যে তার বিরুদ্ধে এফআইআর দাখিল করা বা পরবর্তী তদন্ত করার প্রয়োজন আছে কিনা। বোম্বে হাইকোর্টের আদেশ অনুসারে প্রাথমিক তদন্তের জন্য দিল্লি থেকে সিবিআইয়ের বিশেষ টিম মুম্বই এসে তদন্ত শুরু করেছে। এখনও পর্যন্ত সিবিআইয়ের তদন্তকারী দলের আধিকারিকরা প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার পরমবীর সিং, আইনজীবী পাতিল, সচিন ওয়াজে, সহকারি পুলিশ আধিকারিক সঞ্জয় পাতিল, পশ্চিম উপনগরের একটি পানশালা (বার)-র মালিক মহেশ শেট্টি এবং এই মামলায় যুক্ত অন্য কয়েকজনেরর বক্তব্য নেওয়া হয়েছে। অনিল দেশমুখের দুই সহযোগী সঞ্জীব পরাদ এবং কুন্দন শিন্দেকে জিজ্ঞাসাবাদে সিবিআই তাদের কাছ থেকেও বেশ কিছু তথ্য পেয়েই অনিল দেশমুখকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

৮৬ বছরে জীবনাবসান, প্রয়াত প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার জি ভি জি কৃষ্ণমূর্তি

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন, প্রয়াত হলেন ভারতের প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার জি ভি জি কৃষ্ণমূর্তি। বুধবার ৮৬ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। পরিবার সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন জি ভি জি কৃষ্ণমূর্তি। বুধবার সকাল দশটা নাগাদ জীবনাবসান হয়েছে তাঁর।

একজন লিগ্যাল সার্ভিস উপদেষ্টা জি ভি জি কৃষ্ণমূর্তি ১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৯৯৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশের নির্বাচন কমিশনার ছিলেন জি ভি জি কৃষ্ণমূর্তি।

আশঙ্কাই সত্যি, করোনায় আক্রান্ত যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): আশঙ্কাই সত্যি হল, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বুধবার যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, প্রাথমিক উপসর্গ দেখা দেওয়ায় করোনা-পরীক্ষা করিয়েছিলাম, সেই রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, আমি স্বেচ্ছা নিভৃতবাসে রয়েছি এবং চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে চলছি। মঙ্গলবারই যোগী টুইট করে জানিয়েছিলেন, ’আমার কার্যালয়ের কিছু আধিকারিকের করোনার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আমার সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাই, সতর্কতা অবলম্বন করতে নিজেকে নিভৃতবাসে রেখেছি এবং কাজ করছি ভার্চুয়ালি।’

প্রাথমিক উপসর্গ দেখা দেওয়ায় করোনা-পরীক্ষা করিয়েছিলেন যোগী, সেই রিপোর্ট বুধবার পজিটিভ এসেছে। যোগী আদিত্যনাথ টুইট করে জানিয়েছেন, ’প্রাথমিক উপসর্গ দেখা দেওয়ায় করোনা-পরীক্ষা করিয়েছিলাম, সেই রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। আমি স্বেচ্ছা নিভৃতবাসে রয়েছি এবং চিকিৎসকদের পরামর্শ পুরোপুরি মেনে চলছি। সমস্ত কাজ ভার্চুয়ালি করছি।’ যোগী অনুরোধ করেছেন, সম্প্রতি যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁরাও যেন করোনা-পরীক্ষা করিয়ে নেন।

মমতার প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট নির্বাচন কমিশন : শিবসেনা

মুম্বই, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি নির্বাচন কমিশনের ”অতি-সক্রিয়তা” নিয়ে এবার সরব হল শিবসেনা। বুধবার শিবসেনা মুখপাত্র ”সামনা”-য় নির্বাচন কমিশনের অতি-সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে উল্লেখ করা হয়েছে, ’মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেছে নির্বাচন কমিশন।’ সামনা-র সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়েছে, নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা মোটেও উচিত নয়। প্রসঙ্গত, বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য মমতার প্রচারে ২৪ ঘন্টার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল নির্বাচন কমিশন।

পশ্চিমবঙ্গে এখন বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলছে, বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে শিবসেনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে না, তবে মমতার দল তৃণমূলকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে শিবসেনা। বুধবার সামনা-র সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়েছে, ’মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট নির্বাচন কমিশন। হাতজোড় করে নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুরোধ করছি, শুধুমাত্র বিজেপির কথা শুনবেন না, সকলের কথা শুনুন। পক্ষপাতদুষ্ট হওয়া উচিত নয় নির্বাচন কমিশনের।....এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয়, পশ্চিমবঙ্গ বিপ্লবীদের ভূমি।’

করোনা ছাড়ানোর জন্য বিজেপি-র বহিরাগতদের জলপাইগুড়ির সভায় দায়ী করলেন মমতা

জলপাইগুড়ি, ১৪ এপ্রিল (হি. স.) : ”’বিজেপি বহিরাগতদের নিয়ে আসছে আর রাজ্যে করোনা ছড়াচ্ছে।‘‘ জলপাইগুড়ির জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে করোনার প্রসারের জন্য এভাবেই স্পষ্ট বিজেপি-কে দায়ী করলেন।

গোটা দেশে করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ। রাজ্যেও ক্রমশ বাড়ছে করোনার গ্রাফ। আর এই লাগামছাড়া সংক্রমণের জন্য বিজেপিকে দায়ী করে তিনি বলেন, “গত একবছর লকডাউনের সময় এদের দেখা যায়নি। এখন ভোট এসেছে তাই রাজ্যে ঘনঘন আসছে। বাংলায় ভোট চাইতে আসছে বিজেপি নেতারা।’’’ এদিন জলপাইগুড়ির জনসভা থেকে মমতা জানিয়েছেন, রাজ্যে এনআরসি আর সিএএ হবে না। তিনি জানিয়েছেন, ”আমি থাকতে রাজ্যে এনআরসি ও সিএএ লাগু করতে দেব না। বিজেপি পাহাড়ে এক কথা বলছে। মতুয়াদের এক বলছে, অসমে অন্য কথা বলছে। আমি যেটা বলি করে দেখাই।” প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার দার্জিলিং-এর লেবং-এর জনসভা থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানান, ‘‘এখনই এনআরসির কোনও পরিকল্পনা নেই। আর এনআরসি হলেও গোর্খা ভাইদের চিন্তা করতে হবে না। যারা অনুপ্রবেশকারী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গোর্খাদের বিরুদ্ধে নয়। আর আজ জলপাইগুড়ির জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ নিয়ে ফের মন্তব্য করলেন।

এদিন শীতলকুচির ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে মমতা জানিয়েছেন, ”বিজেপি গুলি করে আর হামলা চালিয়ে বাংলা দখলের চেষ্টা করছে। ছদ্মবেশী বকধর্মিক বিজেপি। ওদের ক্ষমতায় আনলে কেউটে-গোখরো দুটোর কামড় খেতে হবে। মোদি আর শাহ শুধুই মিথ্যে কথা বলে।” জনসভার আগেই এদিন মাথাভাঙা হাসপাতালের মাঠে শীতলকুচিতে নিহত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন মমতা। সেখানে শহিদ মঞ্চে গিয়ে নেত্রী জানান, ”আজ আমার প্রচারের শেষ দিন। তা সত্বেও এসেছি। কারণ ৭২ ঘণ্টা আমাকে আসতে দেওয়া হয়নি। আমরা ছেড়ে কথা বলব না। দোষী ব্যক্তি যত বড়ই হোক না কেন তার শাস্তি হবে। আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন। শান্তি রক্ষা করুন। বুলেটের জবাব ব্যালটে দিন। কেউ হিন্দু কিংবা মুসলিম নয়, সবাই রাজবংশী।” হিন্দুস্থান সমাচার/

জেলায় জেলায় পাঠানো হল প্রচারে কোভিডবিধি মানার কড়া আইনি নির্দেশ

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি স)। করোনা সংক্রমণ রুখতে কলকাতা হাই কোর্টের কড়া নির্দেশ বুধবার জেলায় জেলায় পাঠানো হল। আদালতের তরফে মঙ্গলবার বলা হল, ‘‘করোনা নিয়ে নির্বাচনের কমিশনের গাইডলাইন নিয়ে গা ঢিলেমি নয়। রাজনৈতিক মিটিং মিছিলে যেন কোভিড বিধি মনে চলা হয়। নয়তো কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’’কলকাতা হাই কোর্টের এই নির্দেশ খামবন্দী হয়ে বুধবার পৌঁছে গিয়েছে প্রতিটি জেলার জেলা শাসকের কাছে। নির্দেশ অনুযায়ী যে কোনও রাজনৈতিক জমায়েতে মাস্ক না পরলেই ব্যবস্থা নিতে পারবে পুলিশ-প্রশাসন। হাইকোর্টের সোজা সাপটা রায়, ‘‘একজনের গা-ছাড়া মনোভাবের জন্য অন্যের জীবনকে অনিশ্চয়তার মুখে ফেলা যাবে না।’’

পুরনো সব রেকর্ড ভেঙে দিচ্ছে প্রতিদিনের সংক্রমণ। লাগামছাড়া সংক্রমণের জন্য রাজনৈতিক মিটিং-মিছিলকেই দায়ী করছেন অনেকে। এর মাঝেই যে জোড়া জন স্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে এই রায় হাইকোর্টে তা দায়ের করেছিলেন নীতীশ দেবনাথ এবং শংকর হালদার। সে মামলার উত্তরে হাই কোর্টের বক্তব্য, মিটিং, মিছিলে সকলে করোনা বিধি মানছেন কি না তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রতিটি জেলার জেলাশাসকের। প্রয়োজনে জেলাশাসককে পুলিশ প্রশাসনের সহায়তা নেওয়ারও নির্দেশে দিয়েছে বিচারপতি বি. রাধাকৃষ্ণণ এবং অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালত তার রায়ে জানিয়েছে, ‘‘ভয়ঙ্কর এক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমরা। যাতে রাশ টানতে কিছু নিয়ম মেনে চলতেই হবে। সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষার্থেই প্রশাসনকে আরও কড়া ভূমিকা পালন করতে হবে। সকলে যেন কোভিড বিধি মেনে চলেন তা নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে যারা রাজনৈতিক মিটিং মিছিলে অংশ নিচ্ছেন। করোনা বিধি না মানলে কড়া ব্যবস্থা। একজনের মূর্খামির জন্য আমরা অনেকের জীবন বিপন্ন করতে পারি না। কেউ যদি কোভিড বিধি না মানেন তাহলে অবিলম্বে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।’’হিন্দুস্থান সমাচার/

করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে বাকি তিন দফার নির্বাচনী প্রচারে দলের বড় জমায়েতে নারাজ বামফ্রন্ট

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : বুধবার এক অভিনব সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করল রাজ্য বামফ্রন্ট। কোভিড-১৯-র দ্বিতীয় ঢেউয়ে সংক্রমণের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। তাই বাকি তিন দফা ভোটে কোনওরকম বড়সড় জমায়েতে করবে না তাঁরা। বরং নেটমাধ্যম ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারে জোর দেওয়ার কথাই বলছে। এই প্রথম কোনও রাজনৈতিক শিবির ভোটের প্রচারে বড়সড় প্রচার না করার সিদ্ধান্ত নিল।

এদিন আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সাংবাদিক বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য মহম্মদ সেলিম। তিনি বলেন, “আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, চার দফায় ভোট হয়ে গিয়েছে। পঞ্চম দফার ভোট প্রচার শেষ লগ্নে, আগামী তিন দফার নির্বাচনের প্রচারে বড়সড় ভিড় না করার। হইচই পাকানোর মতো কিছুই করা হবে না। বরং বহৎ প্রচারে না গিয়ে মানুষকে সচেতন করার ওপর জোর দেব আমরা।” তিনি আরও বলেন, “যেখানে ভোট হয়েছে, বা যেখানে ভোট হবে সেইসব জায়গায় একই ভাবে গত এক বছর ধরে আমরা যে পরিষেবা দিয়েছি, তা আমরা করব। আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো, বাস্তব পরিস্থিতি মেনে সবাইকে সচেতন করা এবং অসহায় মানুষের কাছে যাওয়া, মানুষের হক নিয়ে লড়াই করা। রেশন ও খাদ্য পৌঁছে দেওয়ার মতো কাজ করব।”

শেষ তিন দফায় মোট ১২২টি আসনে ভোট হবে। সেই সমস্ত ভোটে বামফ্রন্টের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করবেন বলে জানিয়েছেন সেলিম। সে ক্ষেত্রে যাঁরা যাবেন তাঁদের মাস্ক ও স্যানিটাইজার ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। সেলিম বলেন, “সৃজনশীল পদ্ধতির মাধ্যমে প্রচার করা হবে। ছোট ছোট পথসভার ওপর জোর দেওয়া হবে। সামাজিক দূরত্ব মেনে, নেটমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে প্রচার করবেন প্রার্থীরা।” প্রত্যেক এলাকায় গিয়ে কয়েকটি পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে ছোট ছোট বৈঠক করেও প্রচারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে মুজফর আহমেদ ভবন থেকে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের করোনা মোকাবিলার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে এই সিপিএম নেতা অভিযোগ করেন, “আমাদের সরকার তো করোনা মোকাবিলা মানে একটাই জিনিস জানে লকডাউন। এখনও লকডাউনের প্রভাব যায়নি। কর্মহীন মানুষের জ্বালা, মানুষের আকুতি ও যন্ত্রণা এখনও তাজা। মুখে কথা বলে অর্থনীতির কিছু হয়নি। কৃষি, বাজার, কলকারখানাকে সুরাহা দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা এখনও সরকার করেনি।”

মেলবোর্নে গাড়ি চাপা দিয়ে খুনের অপরাধে ভারতীয় বংশোদ্ভুত গাড়িচালককে ২২ বছরের জেল

মেলবোর্ন, ১৪ এপ্রিল (হি. স.) : অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে গত বছর এপ্রিল মাসে চার পুলিশ আধিকারিককে গাড়ি চাপা দিয়ে খুনের অপরাধে ভারতীয় বংশোদ্ভুত গাড়িচালক মহিন্দর সিং’কে ২২ বছরের জেলের সাজা শোনাল ভিক্টোরিয়া আদালত। বুধবার ভিক্টোরিয়া অঙ্গ রাজ্যের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি খুনের দায়ে মহিন্দর সিংকে দোষী সাব্যস্ত করেন। ইচ্ছাকৃতভাবেই ওই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছিলেন ৪৮ বছর বয়সী ভারতীয় বংশোদ্ভুত গাড়ির চালক, নিজের রায়ে এমনটাই উল্লেখ করেন বিচারপতি পল কোঘলান।

গত বছরের ২২ এপ্রিল গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মেলবোর্নের ইস্টার্ন ফ্রিওয়ের কাছে মহিন্দর সিংয়ের লরি আটকানোর চেষ্টা করেন ভিক্টোরিয়া অঙ্গ রাজ্যের পুলিশের বিশেষ দল। বাধা পেয়ে আচমকাই ১৯ টন ওজনের মালবাহী গাড়ি নিয়ে পুলিশ আধিকারিকদের চাপা দেন মহিন্দর। ঘটনাস্থলেই লিনেট টেইলর, কেভিন কিং, গ্লেন হামফ্রিস ও জোস প্রেসটেনের মৃত্যু হয়। পরে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ঘাতক চালক মহিন্দর সিংকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

দীর্ঘ ১১ মাস ধরে মামলার শুনানি শেষে এদিন ভারতীয় বংশোদ্ভুত চালক মহিন্দর সিংকে ২২ বছরের জেলের সাজা শুনিয়ে ভিক্টোরিয়া সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পল কোঘলান বলেন, ‘ওই ২২ বছরের মধ্যে ১৮ বছর ৬ মাস কোনওভাবেই আসামীকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া যাবে না।’ তিনি আরও বলেন, ‘অভিযুক্ত চালক মহিন্দর সিং ইচ্ছাকৃতভাবেই ওই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছে। একজন মাদকাসক্ত হয়েও গাড়ি চালিয়ে ট্র্যাফিক বিধি ভঙ্গ করে চার জন নিরীহ পুলিশ আধিকারিককে অকাল মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয় রাস্তায় ভূত দেখার কারণেই ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে যে সাফাই দিয়েছে, তাতেই স্পষ্ট সে একজন মানসিক বিকারগ্রস্থ।’ হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

নববর্ষে মিলিত উৎসবকে স্বাগত বাইডেন দম্পতির

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি. স.) : বাংলা নববর্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন সস্ত্রীক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এতে রীতিমতো হতবাক বিশ্বের নানা কোণে ছড়িয়ে থাকা বাঙালিরা। যদিও কেবল নববর্ষ নয়, এই সময় বিভিন্ন দেশ-জাতির মিলিত উৎসবকে স্বাগত জানিয়েছেন বাইডেন দম্পতি। ট্যুইটারে তিনি লিখেছেন, ’আমি এবং আমার স্ত্রী জিল দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী সেই সকল নাগরিককে শুভেচ্ছা জানাই যাঁরা নববর্ষ, বৈশাখী, সংক্রান্তি পালন করছেন। প্রসঙ্গত এই দিন শুধু বাংলা নববর্ষ নয়, আরও বেশ কয়েকটি দেশে সাড়ম্বরে নববর্ষের উৎসব পালিত হবে। সে কথা মনে রেখেছেন বাইডেন এবং লিখেছেন, ’শুভ বাংলা, কম্বোডিয়ান, মায়ানমারি, নেপালি, সিংহলি, তামিল, থাই এবং বিষ্ণু নববর্ষ।’

এই ট্যুইটের পর থেকেই আরও একবার মার্কিন প্রেসিডেন্টের বং যোগাযোগের খোঁজ শুরু হয়ে গিয়েছে। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের ভারত যোগের কথা এখন প্রায় সকলেরই জানা। কিন্তু সদ্য নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনেরও শিকড় ভারতে, মার্কিন ভোটের বাজারে সামনে এসছে এমনই তথ্য। আর এই তথ্য দিয়েছিলেন বাইডেন নিজেই।

২০১৩ সালে মুম্বই সফরে একটি সাক্ষাৎকার দিয়ে বাইডেন বলেন, তাঁর আদিপুরুষরা মুম্বই নিবাসী। পরে ওয়াশিংটনে এক অনুষ্ঠানে তিনি আরও একধাপ এগিয়ে বলেন, তাঁর পূর্বপুরুষরা পাঁচ পুরুষ ধরে মুম্বই নিবাসী। বাইডেন ২০১৩ সালে বণিক সভার এক অনুষ্ঠানে এও জানান, তাঁর পূর্ব পুরুষ জর্জ বাইডেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্যাপ্টেন ছিলেন। তিনি এক ভারতীয় মহিলার সঙ্গে বিবাহবন্ধনেও আবদ্ধ হন।

বাইডেন জানান, তাঁকে ওই পরিবারের খোঁজও দিয়েছিলেন কেউ। সম্প্রতি ফ্যামিলিজ ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া নামক ওয়েবসাইটে পাওয়া তথ্যে দেখা যাচ্ছে, জর্জ নয়, বাইডেনের পূর্বপুরুষ ছিলেন ক্রিস্টোফার বাইডেন। ক্রিস্টোফার ১৯ বছর ছিলেন চেন্নাইয়ে। তাঁর ছেলে হেরাসিও বাইডেন নাকি কলকাতাতেও এসেছিলেন। লা মার্টিনিয়র স্কুলের এক শিক্ষকের পদবিও নাকি ছিল বাইডেন, দাবি করেছেন লন্ডনের কিংস কলেজের অতিথি অধ্যাপক টিম উইলসি।

হেরে যাবে, ২ মে’’র অজুহাতের রিহারেশেল করছে তৃণমূল: জিতেন্দ্র

দুর্গাপুর, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : ”হেরে যাবে। তাই ২ মের পর মিডিয়ার সামনে বক্তব্য রাখার রিহারশেল করছে তৃণমূল”। বুধবার তৃণমূল নেতা অনুব্রত মন্ডল ও বিশ্বনাথ পাড়িয়ালের অভিযোগের পাল্টা কটাক্ষ করলেন পান্ডবেশ্বরের বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারী। আবার বহিরাগত লোক নিয়ে আসার প্রতিক্রিয়ায় পুরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনকে স্মরণ করিয়ে দিলেন লক্ষন ঘোড়ুই। প্রসঙ্গত, বুধবার দুর্গাপুর করঙ্গপাড়ায় নিজের বাসভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করেন তৃণমূলের দুর্গাপুর পশ্চিমের প্রার্থী বিশ্বনাথ পাড়িয়াল। তিনি বলেন,’ বিহার, ঝাড়খন্ড থেকে বিজেপি মাফিয়া, সমাজবিরোধীদের দুর্গাপুর ও পান্ডবেশ্বরে ভাড়াটে করে রাখা হয়েছে। আগ্নেয়াস্ত্র সহ। ২৬ এপ্রিল নাম ওই মাফিয়ারা তান্ডব করবে, রাজনৈতিক সন্ত্রাস করে বিজেপি ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছে। পুলিশ ও নির্বাচন কমিশনকে বলেছি। অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচনের জন্য ওইসব ভাড়াটে থাকা মাফিয়াদের খুঁজে বের করা হোক। তাদের ভোটার কার্ড দেখা হোক। এবং ব্যাবস্থা নেওয়া হোক।’ জেলাজুড়ে আটোসাঁটো নাকা চেকিংয়ের পরও কিভাবে ঢুকল? প্রশ্ন করতেই তিনি বলেন, ’ প্রশাসনিক ব্যার্থতা। পুলিশের একাংশ অর্থের কাছে বিকিয়ে যাচ্ছে।’ আবার বুধবার পান্ডবেশ্বর বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সমর্থনে সভায় যোগ দেন বীরভুমের দাপুটে নেতা অনুব্রত মন্ডল।

কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপির লড়াই রাজনৈতিক ও আদর্শগত গোয়ালপোখরে রাহুল

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি. স.) : বিজেপির সঙ্গে জোট প্রসঙ্গ তুলে মমতাকে খোঁচা দিয়ে বললেন, তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির লড়াই শুধু রাজনৈতিক। আর কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপির লড়াই রাজনৈতিক এবং আদর্শগত।

গোয়ালপোখরের সভায় শুরু থেকেই মোদীর বিরুদ্ধে চড়া সুর ছিল রাহুলের। কখনও নোটবন্দি, কখনও জিএসটি, কখনও করোনা, কখনও লকডাউন, কখনও বিভাজন, আবার কখনও আগ্রাসনের অভিযোগ তুলে তুলোধোনা করলেন বিজেপিকে। তিনি অভিযোগ করলেন, বিজেপি ভোটে জেতার জন্য দাঙ্গা করে। সোনার বাংলা গড়ার নামে ওঁরা বাংলার সংস্কৃতি, ভাষার উপর আক্রমণ করবে। আপনাদের কাছে আবেদন, বিজেপিকে আটকান, আমাদের জোটের প্রার্থীদের জেতান, বাংলাকে বাঁচান।

ভাষণে রাহুল গান্ধী পড়ে রইলেন সেই মোদীকে নিয়েই। লড়াইটা যেন শুধু বিজেপির বিরুদ্ধেই। বেকারত্ব, শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে মমতাকে আক্রমণ করলেন বটে। তবে সেটা মোদীর তুলনায় অনেক মৃদুস্বরে। রাজ্যের কংগ্রেস তথা জোট নেতাদের যে পলিটিক্যাল লাইন, সেই দিদি-মোদি আঁতাতের অভিযোগেও খুব একটা শান দিতে দেখা গেল না প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতিকে।

রাহুল গান্ধী বললেন, "আপনারা মমতা দিদিকে আপনারা বাংলা সামলনোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কি আপনাদের রোজগার দিয়েছেন? কেউ বলতে পারবে মমতা আপনাদের কোনও উপকার করেছেন? কোনও কাজ দিয়েছেন? দিদিকে রাস্তা তৈরি করেছেন? কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় গড়েছেন?" 'খেলা হবে' প্রসঙ্গে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতির প্রশ্ন, "কীসের খেলা? আগে বলুন রাস্তা কে বানাবে? খেলতে হলে তো রাস্তা লাগবে তো? কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করুন, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে খেলা হোক না। তাই ভেবেচিন্তে আমাদের জোটকে ভোট দিন।" রাহুলের অভিযোগ, "এখানে দিদি-মোদির নাটক চলছে।" তবে, দিদির তুলনায় এদিন মোদিকেই বেশি করে বিঁধলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি। প্রশ্ন উঠতেই পারে, তাহলে কি দিদির প্রতি কোনও বার্তা দিয়ে রাখলেন রাহুল?

ওঁরা আগে ৭০ পেরোক তারপর ২৯৪ আসনে লড়বে, ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির সভায় মমতা

শিলিগুড়ি, ১৪ এপ্রিল (হি. স.) : শীতলকুচিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে নিহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার ফিরেলেন ভোটপ্রচারের মূলস্রোতে, তাঁর রুটিন সভায়। ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির জনসভায় তাঁর অস্ত্র হল এনআরসি এবং করোনা।

আত্মবিশ্বাসের বার্তা ছড়িয়ে দিতে মমতা বললেন, ওঁরা আগে ৭০ ক্রস করুক তারপর ২৯৪ আসনে লড়বে। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি অঞ্চল উদ্বাস্তু অধ্যুষিত। আর এই উদ্বাস্তু ভোটেই নজর বিজেপির। কাজেই এদিন বক্তব্যের শুরুতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বাস্তু প্রসঙ্গ তুলে আনেন। তিনি বলেন, "কোনও উদ্বাস্তু আর উচ্ছেদ হবে না। এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারের জায়গাতে যারা বসেছে তাদেরকেও উচ্ছেদ করা হবে না।'

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মাস্ক পরা নিয়ে সচেতনতায় উদ্যোগ কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি. স.) : ভয়াবহ আকার নিচ্ছে করোনা। প্রতিদিনের আক্রান্তের সংখ্যা ছাপিয়ে যাচ্ছে আগের দিনের পরিসংখ্যানকে। তাই এবার মাস্ক পরা নিয়ে সচেতনতা তৈরি করতে উদ্যোগী হল কলকাতা পুলিশ।

বুধবার নিউ মার্কেট অঞ্চলে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে মাইকিং করা হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়, করোনা পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হচ্ছে, সতর্ক থাকুন। তাই মাস্ক ছাড়া বাইরে বেরোবেন না। সঙ্গে মাস্ক বিলিও করা হয়েছে।

এদিকে, হাইকোর্ট থেকে জারি করা সতর্কবার্তায় রয়েছে কোভিড বিধির উল্লেখ। রায়ে জানিয়েছে আদালত, রাজনৈতিক যে কোনও জমায়েতে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক। প্রতিটি এলাকায় যেন স্যানিটাইজার পাওয়া যায়। প্রতিটি জমায়েতে শারীরিক দূরত্ব মানতে হবে। কোভিড আবহে বিশাল জনসভার আয়োজন করা যাবে না। তা নিশ্চিত করতে হবে প্রশাসনকেই।

সচেতনতা বাড়াতে প্রতিটি জেলা, ব্লক স্তরে প্যামফ্লেট বিলি এবং মাইকে প্রচার করতে হবে। এমন নির্দেশের অনুরোধ গিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলির কাছেও। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে হাইকোর্টের অনুরোধ, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে যাঁরা প্রতিদ্বন্দিতা করছেন তাঁরা নিশ্চিত করুন প্রতিটি সভায় উপস্থিত সমর্থকরা যেন মাস্ক পরে থাকেন।

রাজনৈতিক নেতা এবং সমর্থকদের 'দায়িত্ববান নাগরিক' আখ্যা দিয়ে হাইকোর্ট জানিয়েছে, পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝুন। সকলকে উদ্বুদ্ধ করুন মাস্ক পরার জন্য কোভিড বিধি মেনে চলার জন্য। রাজনৈতিক মিটিং মিছিলে মানা হচ্ছে না কোভিড বিধি। যে কারণেই রাজ্যে সংক্রমণের হার উধ্বর্মুখী। এমনই যুক্তিতে জোড়া জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে।

সংযুক্ত মোর্চা দুই অঙ্কেও পৌঁছাতে পারবে না, দাবি সুব্রত মুখোপাধ্যায়েব

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি. স.) : সংযুক্ত মোর্চা এ বার নির্বাচনে দুই অঙ্কে পৌঁছতে পারবে না বলে দাবি করলেন বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায়। বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস এ বারের নির্বাচনে হাত মিলিয়েছে আব্বাস সিদ্দিকির ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের সঙ্গে। সেই আইএসএফ-কে একটি বিভাজনকারী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবেই ব্যাখ্যা করছেন বালিগঞ্জের বিদায়ী বিধায়ক।

বুধবার কলকাতায় প্রচারমাধ্যমে স্পষ্ট ভাষায় বিদায়ী সরকারের পঞ্চায়েতমন্ত্রী বলেন, "কংগ্রেস ও সিপিএম কখনও জাতপাতের রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেয়নি। সেই কারণে আমিও ব্যক্তিগতভাবে ওদের শ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু যে ভাবে এরা সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে হাত মেলালো তাতে এই দুই দলই জাত খুইয়েছে। তাই ভোটে দু'দলই দুই অঙ্কের সংখ্যায় পৌঁছাতে পারবে না।"

তবে এই বর্ষীয়ান রাজনীতিক বলেন, বামফ্রন্টের প্রার্থীদের প্রচারে তাঁদের নেতাদের তুলনায় চাহিদা বেশি আব্বাসের। সুব্রতবাবু বলেন, "অনেক কথা আমাদের কানে এসেছে। নিজেদের দলের নেতাদের বাদ দিয়ে একটি নতুন রাজনৈতিক দলের নেতাকে প্রচার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কংগ্রেসও তাই করছে। ওদের লক্ষ্য হচ্ছে তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোটে ভাঙন ধরানো। কিন্তু এ ভাবে সংখ্যালঘু ভোটে ভাঙন ধরানো যাবে না।"

বাম-কংগ্রেস ও আব্বাস মিলে যে সংযুক্ত মোর্চা গঠন করেছে, তার সাফল্য নিয়েও সন্দিহান সুব্রতবাবু। তাঁর প্রশ্ন, "মানুষ ওদের ভোট দেবে কেন? ওরা কী বাংলায় বিজেপি-কে হারাতে পারবে?"

কলকাতার প্রাক্তন মেয়র বলেন, "তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোট ভাঙতেই সিপিএম-কংগ্রেস আব্বাসকে ভোটের ময়দানে ব্যবহার করছে। কিন্তু সংখ্যালঘু ভোটাররা সব বোঝেন। কারা বাংলায় বিজেপি-কে রুখতে পারবে, কারা সরকার গঠন করতে পারবেন তা তাঁরাও বোঝেন। তাই সেই ভোট মমতার দিকেই যাবে।"

করোনা থেকে সুস্থ হলেন আলিয়া ভাট

মুম্বাই, ১৪ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠলেন অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনেত্রী নিজেই জানান, করোনা থেকে সেরে উঠেছেন তিনি।

এদিন নিজের ইনস্টাগ্রামে একটি ছবিও পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী। যেখানে ক্যাপশনে অভিনেত্রী লিখেছেন, "এই সময় নেগেটিভ হওয়াটা খুব ভালো বনে মনে হচ্ছে।" প্রসঙ্গত, গত ২রা এপ্রিল ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে জানিয়েছিলেন যে তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি জানিয়েছিলেন," আমি করোনা পজিটিভ। শীঘ্রই আমি নিজেকে আইসোলেটেড করছি এবং বাড়িতেই কোয়ারেন্টাইনে রয়েছি আমি।

পুলিশের জালে

● প্রথম পাতার পর

ইদানিংকালে রাজ্যে ঘটে যাওয়া এক-দুটি চাঞ্চল্যকর ঘটনার সাথেও জড়িত ছিল ধৃত জঙ্গিরা। টানা জেরায় এমনই তথ্য উঠে আসছে পুলিশের হাতে।ঘটনার বিবরণে জানা গেছে গত ৯ এপ্রিল রাতে উত্তর জেলার আশারামবাড়ি,থাংক্লাং ভারত বাংলা সীমান্ত দিয়ে অবৈধ ভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করতে গিয়ে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর হাতে ধরা পরেছিল তিন যুবক।পরবর্তীতে তাদের উত্তর জেলার আনন্দবাজার থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী। প্রথমে তাদের বিরুদ্ধে পাসপোর্ট আইনে মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পারে ধৃত ৩জনের মধ্যে ২জন কুখ্যাত জঙ্গি। তাদের নাম বিষ্ণুরাম এবং শুকুমার।ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে, এমনকি ধৃত ২ জঙ্গির বিরুদ্ধে উত্তর জেলার খেদাছড়া থানায়ও মামলা রয়েছে। বিগত কিছুদিন পূর্বেই মিজোরামে গ্রাপ্তার হয় এক কুখ্যাত জঙ্গি নেতা।রাজ্য পুলিশের একটি টিম এই জঙ্গি নেতাকে একটি মামলায় মিজোরাম থেকে রাজ্যে নিয়ে আসে।সূত্র মারফত যতদুর জানা গেছে উক্ত জঙ্গি নেতাকেও রিমান্ডে নিয়ে জেরা করছে রাজ্য পুলিশ।এবার থাংক্লাং হয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করতে গিয়ে ধরা পরে এক জঙ্গি নেতার মেয়ের জামাই।ধৃত জঙ্গিদের বর্তমানে উত্তর জেলার একটি থানায় জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ।এক সাক্ষাতকারে এমনই জানিয়েছেন উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী।

রাজ্যে নতুন

● প্রথম পাতার পর

গত ২৪ ঘন্টায় ৫ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাতে, বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৩০৭ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৩৩৮৪৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩৩১১৭ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার ৫.১৪ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার ৯৭.৯৩ শতাংশ। নতুন করে করোনা আক্রান্তের মৃত্যু না হওয়ায় মৃতের হার একই রয়েছে ১.১৬ শতাংশ।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

সামগ্রীসহ আটক করে বটতলা আউট পোস্টের পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে বটতলা আউট পোস্টের পুলিশ জয়নগরে ছুটে যায়। সেখান থেকে ব্রাউন সুগার এবং অন্যান্য সামগ্রী সহ স্বপন দেবনাথ নামে ওই নারীকে আটক করে নিয়ে আসে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে

সংবিধান

● প্রথম পাতার পর

তুলে ধরার জন্য সকলের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

এদিন আগরতলায় মেলারমাঠে আম্বেদকর ভবনের সামনে ত্রিপুরা তফশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির পক্ষ থেকে বাবাসাহেব ড় বিআর আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। বাবা সাহেবের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে দিবসটি আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে বিধায়ক তথা ত্রিপুরা তফশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির রাজ্য কমিটির সম্পাদক সুধন দাস বলেন, আম্বেদকর বর্ণবাদী নির্যাতনের মধ্য দিয়ে জীবন সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। তিনি ছিলেন নিম্ন বর্ণের মানুষ। ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করে জীবন সংগ্রামে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অলংকৃত করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি দেশের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হিসেবে পরিগণিত হন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর আম্বেদকরের নেতৃত্বেই ভারতের সংবিধান প্রণীত হয়। তিনি বলেন, শূদ্র ও নারীর অধিকার দিতে চাইছে না বর্ণবাদীরা। আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে শূদ্র এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের মানুষ।

প্রসঙ্গক্রমে বিধায়ক সুধন দাস বলেন, আমাদের দেশে বিজেপি শাসিত রাজ্য গুলিতেই আক্রমণের ঘটনা সবচেয়ে বেশি। তিনি কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, ক্ষমতায় আসার আগে তারা যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেই সব প্রতিশ্রুতি পালন করছে না। উপরন্তু বিরোধীদের ওপর হামলা নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে। এসবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

নীত দেব

● প্রথম পাতার পর

শরীরে প্রচণ্ড ব্যথার অনুভূতি নিয়ে আসে। তাই, সুরক্ষিত থাকার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। তাঁর পরামর্শ, সকলে করোনা-র প্রতিষেধক গ্রহণ করুন। তিনি বলেন, ৮ মাসের মধ্যে পুনরায় করোনা আক্রান্ত হয়েছি।

জামাতা

● প্রথম পাতার পর

হন। আহত মেয়ে জামাইকে প্রথমে মনু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।সেখান থেকে কুলাই হাস্পাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় অবশেষে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় উন্নত চিকিৎসার জন্য।বর্তমানে জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে মেয়ের জামাই সুকু রাম রিয়াং।অভিযুক্ত শশুর পলাতক বলেই জানা যায়। এ ব্যাপারে পুলিশের মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

যুবকের

● প্রথম পাতার পর

করা হয় জিবিতে। এলাকাবাসী বুঝতে পারে সে বিষপান করছে। তার বাড়িও একই এলাকায়। সে দুটি বিয়ে করেছে দুইও স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যায়। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে এসে বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করে বলে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সিবিএসই পরীক্ষা

● প্রথম পাতার পর

মহারাষ্ট্র সরকার জানিয়েছে, লকডাউনে সায় নেই প্রশাসনের। তবে করোনা পরিস্থিতি বিচার করে জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা।

বুধবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দেওয়া তথ্যানুযায়ী গত চব্বিশ ঘণ্টায় সারা দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৩৭২। গত চব্বিশ ঘণ্টায় মারা গিয়েছেন ১,০২৭ জন। সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৮২,৩৩৯ জন। তবে এখনও পর্যন্ত দেশে অ্যাক্টিভ কেসের সংখ্যা ১৩,৬৫,৭০৪। বুধবার পর্যন্ত সারা দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছুঁয়েছে ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ৭৩ হাজার ৮২৫। আপাতত করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৮৫ জন।

সিবিএসই দশম শ্রেণির পরীক্ষা বাতিল হল। পিছিয়ে গেল দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষাও। দেশে কোভিড সংক্রমণের বাড়বাড়ন্তের জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার দুপুরে বৈঠকে বসেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী-সহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে। সেখানেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে দ্বাদশের পরীক্ষা স্থগিত হলেও কবে তা নেওয়া হবে সে বিষয়ে কোনও ঘোষণা করা হয়নি শিক্ষা মন্ত্রকের তরফে। ১ জুন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল।

বৈঠকের পর দশমের পরীক্ষা বাতিল এবং দ্বাদশের পরীক্ষা স্থগিত রাখার বিষয়টি ঘোষণা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী। পরীক্ষা না হলেও দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের স্কুলের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরের শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। যদি কোনও ছাত্র বা ছাত্রী অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নে সন্তুষ্ট না হয়, তাহলে সে পরীক্ষায় বসতে পারে। তবে কোভিড পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর নেওয়া হবে সেই পরীক্ষা।

বুধবার দুপুরের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল এবং শীর্ষ পর্যায়ের আধিকারিকরা। মে মাস থেকে সিবিএসই বোর্ডের পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রোজ দেশের কোভিড সংক্রমণ লাগামছাড়া হচ্ছে। সেই পরিস্থিতিতে সিবিএসই পরীক্ষা নিয়ে আলোচনার জন্যই বৈঠকে বসেছিলেন মোদী। জানা গিয়েছে সেই বৈঠকে মোদী বলেছেন, "পড়ুয়াদের ভাল সরকারের কাছে সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"

৪ মে থেকে সিবিএসই বোর্ডের দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা নেওয়ার সূচি প্রকাশ করা হয়েছিল। দশম শ্রেণির পরীক্ষা নির্ধারিত ছিল ৭ জুন পর্যন্ত। সেই পরীক্ষা 'অফলাইনে লিখিত ভাবে' নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছিল বোর্ডের তরফে। কিন্তু দেশে তখনও আছড়ে পড়েনি কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ। সংক্রমণ বাড়তেই বিভিন্ন রাজ্যে স্কুল-কলেজ নতুন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীবাল, কংগ্রেস নেতা রাহুল এবং প্রিয়ঙ্কা গাঁধী কেন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলেন পরীক্ষা বাতিলের জন্য। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংহও একই আবেদন করেছেন বুধবার। সেই বিষয়টি নিয়েই সিদ্ধান্তের জন্য বৈঠক করেন মোদী। তার পরই নেওয়া হল পরীক্ষা সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্ত।

এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীবাল এবং দিল্লির শিক্ষামন্ত্রী মণীশ সিসৌদিয়া। কেজরীবাল জানিয়েছেন এই সিদ্ধান্তে তিনি 'খুশি'। মণীশ একধাপ এগিয়ে এগিয়ে বলেছেন, "দশম শ্রেণির মতো দ্বাদশ শ্রেণি পড়ুয়াদেরও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের ভিত্তিতে উত্তীর্ণ করলে ভাল হত।"

গ্রেটার

● প্রথম পাতার পর

সমর্থকরাই তিপ্রা মথা-য় যোগ দিয়েছেন। তাঁরা সংখ্যায় অন্তত ৬০ শতাংশ হবেন। তাই, প্রদ্যুত কিশোর তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। অবশ্য, সমর্থকদের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছেন তিপ্রা মথা-র প্রধান। কিন্তু তাঁর আবেদনে কেউ সাড়া দিচ্ছেন না, বলেন মেবার কুমার জমাতিয়া।

প্রসঙ্গত, এডিসি নির্বাচনে চরম ভরাডুবির পর আইপিএফটি শীর্ষ নেতৃত্ব দু-দিনের মন্থন শিবিরে মিলিত হয়েছিলেন। পরাজয়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁরা পর্যালোচনা করেছেন। ১৩ এবং ১৪ এপ্রিল দলের সভাপতি এনসি দেববর্মার বাসভবনে ওই বৈঠকের নির্যাস এদিন তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন মেবার কুমার জমাতিয়া।

তাঁর কথায়, এডিসি নির্বাচনে পরাজয়ে কারণ হিসেবে আইপিএফটি মনে করছে, জনজাতিদের কাছে রাজপরিবারের সদস্য প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মণের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে এবং নয়া স্লোগান গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের প্রতি তারা ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, তিপ্রা মথা হয়ত এডিসি নির্বাচনে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে। কিন্তু আগামী দিনে মথা-প্রধানকে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের প্রকৃত অর্থ কী তার ব্যাখ্যা দিতে হবে। তাতে মনে হচ্ছে, মাত্র তিন বছরেই আইপিএফটি-র প্রতি জনজাতিদের মোহভঙ্গ হয়েছে, এমনটা মেবার কুমার জমাতিয়া হয়তো সরাসরি বলতে পারছেন না।

বিবৃতি

● প্রথম পাতার পর

সমস্ত ধরনের পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হোক এবং বাতিল করে বিকল্প পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে তাদেরকে উত্তীর্ণ করে দেওয়া হোক এবং সেখানে কোন ছাত্র যদি সেই ফলাফলের সাথে সন্তুষ্ট না হন তাহলে বিকল্প পরীক্ষার ব্যবস্থা যেন করা হয়। আমরা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দাবি করছি সব ধরনের অফলাইন পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়া হোক যাতে করে নতুন করে ছাত্র-ছাত্রীরা করণা সংক্রমণ না হয়। তার জন্য আগাম ব্যবস্থা করা হোক। আশা করি রাজ্য সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী ও রাজ্যের মানুষের সুরক্ষা এবং নিশ্চয়তার প্রশ্নে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখবেন।

কড়া আইনি নির্দেশ

● প্রথম পাতার পর

প্রতিটি সভায় উপস্থিত সমর্থকরা যেন মাস্ক পরে থাকেন।

করোনা আবহে রাজ্যে চলছে ভোট। রাজনৈতিক দলগুলির হাজার হাজার ভিড়। কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন একাধিক প্রার্থী। তাই এবার সচেতনতার পথে হাঁটছে রাজনৈতিক দলগুলিও। হাইকোর্ট থেকে জারি করা সতর্কবার্তা মেনে শেষদিনের প্রচারে মাস্ক বাধ্যতামূলক করছে বিজেপি। এই পরিস্থিতিতে বুধবার এক অভিনব সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছে রাজ্য বামফ্রন্ট। কোভিড-১৯-র দ্বিতীয় ঢেউয়ে সংক্রমণের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। তাই বাকি তিন দফা ভোটে কোনওরকম বড়সড় জমায়েতে করবে না তাঁরা। বরং নেটমাধ্যম ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারে জোর দেওয়ার কথাই বলছে। এদিন আলিমুদ্দিন ষ্ট্রিটে সাংবাদিক বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য মহম্মদ সেলিম। তিনি বলেন, "আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, চার দফায় ভোট হয়ে গিয়েছে। পঞ্চম দফার ভোট প্রচার শেষ লগ্নে, আগামী তিন দফার নির্বাচনের প্রচারে বড়সড় ভিড় না করার। হইচই পাকানোর মতো কিছুই করা হবে না। বরং বহৎ প্রচারে না গিয়ে মানুষকে সচেতন করার ওপর জোর দেব আমরা।" তিনি আরও বলেন, "যেখানে ভোট হয়েছে, বা যেখানে ভোট হবে সেইসব জায়গায় একই ভাবে গত এক বছর ধরে আমরা যে পরিষেবা দিয়েছি, তা আমরা করব। আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো, বাস্তব পরিস্থিতি মেনে সবাইকে সচেতন করা এবং অসহায় মানুষের কাছে যাওয়া, মানুষের হক নিয়ে লড়াই করা। রেশন ও খাদ্য পৌঁছে দেওয়ার মতো কাজ করব।" এই প্রথম কোনও রাজনৈতিক শিবির ভোটের প্রচারে বড়সড় প্রচার না করার সিদ্ধান্ত নিল।

শেষ তিন দফায় মোট ১২২টি আসনে ভোট হবে। সেই সমস্ত ভোটে বামফ্রন্টের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করবেন বলে জানিয়েছেন সেলিম। সে ক্ষেত্রে যাঁরা যাবেন তাঁদের মাস্ক ও স্যানিটাইজার ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। সেলিম বলেন, "সৃজনশীল পদ্ধতির মাধ্যমে প্রচার করা হবে। ছোট ছোট পথসভার ওপর জোর দেওয়া হবে। সামাজিক দূরত্ব মেনে, নেটমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে প্রচার করবেন প্রার্থীরা।" প্রত্যেক এলাকায় গিয়ে কয়েকটি পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে ছোট ছোট বৈঠক করেও প্রচারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে মুজফর আহমেদ ভবন থেকে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের করোনা মোকাবিলার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে এই সিপিএম নেতা অভিযোগ করেন, "আমাদের সরকার তো করোনা মোকাবিলা মানে একটাই জিনিস জানে লকডাউন। এখনও লকডাউনের প্রভাব যায়নি। কর্মহীন মানুষের জ্বালা, মানুষের আকুতি ও যন্ত্রণা এখনও তাজা। মুখে কথা বলে অর্থনীতির কিছু হয়নি। কৃষি, বাজার, কলকারখানাকে সুরাহা দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা এখনও সরকার করেনি।"

করোনা রুখতে এবার কড়া প্রশাসনও। এবার থেকে চার রাজ্য অর্থাৎ মহারাষ্ট্র, কর্নাটক, কেরল এবং তেলেঙ্গানা থেকে বাংলায় প্রবেশ করতে লাগবে কোভিড নেগেটিভ রিপোর্ট। যাত্রা শুরুর ৭২ ঘণ্টা আগে টেস্ট করা হলে সেই রিপোর্ট গ্রহণযোগ্য হবে। কলকাতা বিমানবন্দরকে এবিষয়ে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সরকারের তরফে। এরপরই নড়েচড়ে বসেছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। ভিনরাজ্য থেকে বাংলায় আসা যাত্রীদের জন্য জারি হল কড়া বিধি নিষেধ। সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে মাস্ক পরা নিয়ে সচেতনতা তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছে কলকাতা পুলিশও। বুধবার নিউ মার্কেট অঞ্চলে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে মাইকিং করা হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়, করোনা পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হচ্ছে, সতর্ক থাকুন। তাই মাস্ক ছাড়া বাইরে বেরোবেন না। সঙ্গে মাস্ক বিলিও করা হয়েছে। তবে করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বস্তির খবর রাজ্যে পৌঁছল ৩ লক্ষ কোভিশিল্ড। পাশাপাশি বুধবার রাতেই আরও ২ লক্ষ কোভ্যাকসিন-ও এ রাজ্যে এসে পৌঁছচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় যাতে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সংক্রমিত না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই এবারে কলকাতার একাধিক বেসরকারি স্কুল সশরীরে ক্লাস করানো বন্ধ করার পথেই হাঁটতে চলেছে। আগেই নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস শুরুর কথা জানিয়েছিল রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর। যদিও বর্তমান করোনা পরিস্থিতি কথা মাথায় রেখে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সরাসরি ক্লাস করানো যাবে না এমন কোন নির্দেশিকা এখনও পর্যন্ত রাজ্যের তরফে দেওয়া হয়নি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এক প্রকার একাধিক বেসরকারি স্কুল কার্যত সশরীরে ক্লাস বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উল্লেখযোগ্য ভাবে, এই তালিকায় রয়েছে ডন বস্কো, শ্রী শিক্ষায়তন, রুবি পার্ক দিল্লি পাবলিক স্কুল, বালিগঞ্জ শিক্ষা সদন, সাউথ পয়েন্টের মতো একাধিক বেসরকারি স্কুল। তবে একাধিক সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রধান শিক্ষিকারা জানিয়েছেন যেহেতু রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতরের তরফে কোন নির্দেশিকা আসেনি, তাই স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে স্কুল বন্ধ করার সিদ্ধান্তের দিকে তারা যেতে পারছেন না। রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর অবশ্য স্কুল ছুটির ব্যাপারে স্কুলগুলির সিদ্ধান্তের ওপরই ছেড়ে দিয়েছে বলেই দফতর সূত্রে খবর। কিন্তু স্কুলগুলি সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দিলেও রাজ্য সরকারের তরফে যেহেতু এখনও পর্যন্ত কোনও নির্দেশিকা এসে পৌঁছায়নি তাই কার্যত কিছুটা হলেও ধন্দে রয়েছে সরকারি স্কুলগুলির একাধিক প্রধান শিক্ষক প্রধান শিক্ষিকারা।

এদিকে করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধির সাথে সাথে লাগামছাড়াভাবে বাড়ছে জিনিপত্রের দামও। কিছুদিনও আগেও যে সরষের তেলের দাম ছিল ১৪০ টাকা কেজি সেই সরষের তেলের দাম এখন প্রায় ২০০ টাকার কাছাকাছি হয়েছে। পরিশোধিত তেলের দাম ৫ টাকা বেড়ে ১০ কেজির দাম হয়েছে ১,৩৪০ টাকা। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন আগামী দিনে ভোজ্য তেলের দাম ফের বাড়বে। বিগত এক বছরে ভোজ্য তেলের দাম প্রায় ২৫ শতাংশ বেড়েছে। ১২ এপ্রিল সরকারি রিপোর্টের ভিত্তিতে জানা গিয়েছে পামতেলের দাম বাদ দিয়ে সমস্ত ভোজ্য তেলের দাম বেড়েছে। এমনকী বাদাম তেলের দামও চড় চড় করে বেড়েছে। এক বছরে ডালের দাম ১৩.২৫ শতাংশ বেড়েছে। বিগত মাসগুলির তুলনায় মার্চে মুগ ও মুসুর ডালের দাম বেড়েছে। শুধুই ডালেও থেমে নেই। কৌটোর দুধের দামও ৩২০ টাকা থেকে বেড়ে ৩৪০ টাকা হয়েছে । করোনার সংক্রমণের ফলে দেশের বিভিন্ন অংশে আংশিক কার্ফু বা রাত্রিকালীন কার্ফুর কারণে এখনও পর্যন্ত ৪৬ হাজার কোটি টাকার ব্যাবসা বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া ট্রেডার্স সূত্রে জানা গিয়েছে।

কাঞ্চন

শাহবাজের দুরন্ত বোলিংয়ে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে ওয়ার্নারদের হারাল বিরাটের আরসিবি

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর: ২০ ওভারে ১৪৯/৮ (ম্যাক্সওয়েল ৫৯, কোহলি ৩৩, হোল্ডার ৩/৩০)
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ: ২০ ওভারে ১৪৩/৯ (ওয়ার্নার ৫৪, পাণ্ডে ৩৮, শাহবাজ ৩/৭)
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর ৬ রানে জয়ী।

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: প্রথম ম্যাচে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে দুরন্ত জয়ের পর দ্বিতীয় ম্যাচেই জয়ের ধারা বজায় রাখলেন বিরাট কোহলি (ক্লন্খন্ঠ জ্জদ্রন্তু)। ব্যাটে তেমন পারফর্ম না করলেও বোলিংই এদিন হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে আরসিবিকে দুরন্ত জয় এনে দিল। বলতে গেলে একেবারে হারা ম্যাচ ৬ রানে জিতল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। ১৫০ রান তাড়া করতে নেমে ১৪৩ রানে থামল হায়দরাবাদের ইনিংস। কাজে এল না ডেভিড ওয়ার্নারের অর্ধ-শতরান কিংবা মনীশ পাণ্ডের দুরন্ত ইনিংস। উলটে এক ওভারে বেয়ারস্টো এবং পাণ্ডেকে আউট করে কার্যত ”হিরো” হয়ে গেলেন শাহবাজ আহমেদ। দু”ওভারে মাত্র সাত রান দিয়ে তিন উইকেট পান তিনি।

এদিন প্রথমে টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন সানরাইজার্স অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নার। আরসিবির হয়ে বিরাটের সঙ্গে ওপেন করতে নামেন দেবদূত পাড়িক্কল। তবে মাত্র ১১ রান করেই ফিরে যান বাঁ-হাতি এই ব্যাটসম্যান। এরপর ১৪ রান করে ফিরে যান শাহবাজ আহমেদও। তবে তৃতীয় উইকেটে বিরাট-ম্যাক্সওয়েল জুটি দলের রান এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। তবে ব্যক্তিগত ৩৩ রানের মাথায় আউট হয়ে ফিরে যান বিরাটও। পরের ওভারেই আউট হয়ে যান এবি ডি”ভিলিয়ার্স (১)। এরপর ম্যাক্সওয়েল ছাড়া আরসিবির আর কোনও ব্যাটসম্যানই তেমন দাগ কাটতে পারেননি। দুরন্ত অর্ধ-শতরান করে দলের রান ভদ্রস্থ জায়গায় নিয়ে যান এই অজি ব্যাটসম্যানই। ইনিংসের শেষ বলে আউট হওয়ার আগে করেন ৪১ বলে ৫৯ রান। যা সাজানো ছিল পাঁচটি চার ও তিনটি ছয়ে। মূলত তাঁর ব্যাটে ভর করেই নির্ধারিত ২০ ওভারে আরসিবির রান দাঁড়ায় ৮ উইকেটে ১৪৯ রান। রোহিতকে ”অপমান”! ক্ষমা চাইতে হবে ছন্দ্রব্ধুকে, অ্যাপ বয়কটের ডাক নেটিজেনদের

স্কোরবোর্ডে লক্ষ্যমাত্রা ছিল মাত্র ১৫০ রান। ফলে শুরুতেই তাই ঋদ্ধিমান সাহার (১) উইকেট হারালেও কখনওই চাপে পড়েনি হায়দরাবাদ। অধিনায়ক ওয়ার্নার এবং মনীশ পাণ্ডের ইনিংসের হাল ধরেন। দু”জনে মিলে দ্বিতীয় উইকেটে ৮৩ রানও যোগ করেন। যদিও ৩৭ বলে ৫৪ রান করে আউট হন ওয়ার্নার। কিন্তু উলটোদিকে মনীশ পাণ্ডে নিজস্ব ভঙ্গিতেই রান তাড়া করতে থাকেন। সবাই যখন ধরে নিয়েছে হায়দরাবাদ সহজেই ম্যাচ জিতে যাবে, তখনই ম্যাচে ফেরেন বিরাটরা। ব্যাট হাতে রান না পেলেও ১৭ তম ওভারে পরপর দু”বলে বেয়ারস্টো (১২) এবং মনীশ পাণ্ডেকে (৩৮) আউট করেন শাহবাজ আহমেদ। এরপরই চাপে পড়ে যায় নিজামের শহরের দল। রান তোলার গতি বাড়াতে গিয়ে দ্রুত আউট হয়ে যান আবদুল সামাদ (০) এবং বিজয় শংকর (৩)। ৪ রান করে আউট হয়ে যান জেসন হোল্ডারও। বলতে গেলে ওই সময় মাত্র ১৫ রানের মধ্যে পাঁচটি উইকেট হারায় হায়দরাবাদ। শেষদিকে, রশিদ খান কিছুটা চেষ্টা করলেও সেটা যথেষ্ট ছিল না। শেষপর্যন্ত নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৪৩ রানই করতে সক্ষম হন ওয়ার্নাররা।

ক্ষতিটা হয়েছিল আগেই: নয়ার

প্রথম লেগের ঘাটতি মেটাতে পিএসজির মাঠে দল সবটুকু নিংড়ে দিয়েছে। তাতে জয় মিললেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ আট থেকে বায়ার্ন মিউনিখের ছিটকে যাওয়া আটকায়নি। অধিনায়ক মানুয়েল নয়ারের মতে, ক্ষতি যা হওয়ার হয়েছিল প্রথম লেগে।

প্যারিসে মঙ্গলবার এরিক মাক্সিম চুপো-মোটিংয়ের একমাত্র গোলে ১-০ ব্যবধানে জেতে বায়ার্ন। প্রথম লেগে ঘরের মাঠে তারা হেরেছিল ৩-২ গোলে। দুই লেগ মিলিয়ে ৩-৩ ড্র করেও তাই অ্যাওয়ে গোলে পিছিয়ে বিদায় নিয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। প্রথম লেগে ছিল প্রচুর সুযোগ হাতছাড়া করার হতাশা। দ্বিতীয় লেগে জয় পেলেও তা যথেষ্ট হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই হতাশ বায়ার্নের তারকা ফুটবলার টমাস মুলার।

“আমরা খুবই হতাশ। আমরা প্রাণপণ লড়েছি কিন্তু কেবল এক গোল যথেষ্ঠ ছিল না। মিউনিখের চেয়ে এই ম্যাচটা ছিল আলাদা, শুরুর দিকে আমরা তাদের গোলের কাছাকাছি যেতে পারিনি, বরং প্যারিসের (দলটি) প্রথম কয়েকটি সুযোগ পেয়েছিল।”

“দ্বিতীয়ার্ধে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল দুর্দান্ত কিন্তু এটা ছিল একেবারেই অসম্পূর্ণ। আসলে আমরা কখনই তাদের পুরোপুরি চাপের মধ্যে রাখতে পারিনি। আমরা ভয়ঙ্কর ছিলাম, তবে প্যারিসও ছিল।”এই ম্যাচ নিয়ে খুব একটা আক্ষেপ নেই গোলরক্ষক নয়ারের। অধিনায়ক দায় দেখছেন প্রথম লেগের।“১-০ গোলের জয়টা প্রাপ্য, কিন্তু গত সপ্তাহের ফলটা যথেষ্ঠ ভালো ছিল না।”

“এটা হতাশার, বিশেষ করে প্রথম ম্যাচের দিকে তাকালে দেখবেন, আমরা অনেক সুযোগ হাতছাড়া করেছি এবং এক বা দুটি গোল হজম করেছি, যা একটু বেশিই।”

ম্যাচ গড়াপেটা সংক্রান্ত দুর্নীতির দায়ে ৮ বছরের জন্য নির্বাসিত হিথ স্ট্রিক

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : আগামী ৮ বছরের জন্য ক্রিকেট থেকে নির্বাসিত হলেন জিম্বাবোয়ের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রাক্তন বোলিং প্রশিক্ষক হিথ স্ট্রিক। জিম্বাবোয়ের এই প্রাক্তন ক্রিকেটারকে দুর্নীতির জন্য বহিষ্কার করল ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা আইসিসি। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা ৫টি অভিযোগ স্বীকার করে নেন স্ট্রিক। ২০১৬ থেকে ২০১৮ সাল অবধি জিম্বাবোয়ে এবং বিভিন্ন ঘরোয়া দলের কোচ থাকার সময় ম্যাচ গড়াপেটা সংক্রান্ত দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি।

৪৭ বছরের স্ট্রিকের বিরুদ্ধে আইসিসির দুর্নীতি দমনের পাঁচটি ধারায় অভিযোগ ওঠে। দলের গোপন খবর ফাঁস করে দেওয়া, অনৈতিক ভাবে উপহার নেওয়া, তদন্তে ইচ্ছাকৃত ভাবে দেরি করার মতো অভিযোগ ছিল তাঁর ওপর। আইসিসি-র ব্যবস্থাপক অ্যালেক্স মার্শাল বলেন, “স্ট্রিক একজন অভিজ্ঞ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার এবং জাতীয় দলের কোচ ছিলেন। দুর্নীতি দমনের জন্য বিভিন্ন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তিনি। তার পরেও একাধিক বার নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন স্ট্রিক। তদন্তেও ইচ্ছাকৃত ভাবে দেরি করেছেন তিনি।”

২০২৯ সালের ২৮ মার্চ থেকে ফের ক্রিকেটে ফিরতে পারবেন স্ট্রিক। আইসিসি-র পক্ষ থেকে এটাও জানানো হয়েছে যে স্ট্রিক নিয়ম ভাঙলেও কোনও ম্যাচে দুর্নীতি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

জিম্বাবোয়ের হয়ে ৬৫টি টেস্ট এবং ১৮৯টি একদিনের ম্যাচে খেলেছেন স্ট্রিক। তাঁর দখলে রয়েছে ৪৯৩৩ আন্তর্জাতিক রান এবং ৪৫৫টি উইকেট। ১৯৯৩ সালে অভিষেক হয় স্ট্রিকের। ২০০৫ সাল অবধি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেন তিনি।

বায়ার্নের কাছে হেরেও সেমিফাইনালে পিএসজি

প্যারিস, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে ঘরের মাঠে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে হারতে হল পিএসজিকে । কিন্তু তাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে পৌঁছতে অসুবিধা হল না পিএসজির। মঙ্গলবার প্যারিসে বায়ার্নের কাছে ০-১ গোলে হারে ফরাসি চ্যাম্পিয়নরা। প্রথম লেগে অ্যাওয়ে ম্যাচে বায়ার্নকে ৩-২ গোলে হারিয়েছিল পিএসজি। ফলে দুই লেগের পর স্কোরলাইন হয় ৩-৩। কিন্তু অ্যাওয়ে ম্যাচে বেশি গোলের সুবাদে শেষ চারে পৌঁছে যায় পিএসজি।

প্যারিসে এদিন অসম্ভবকে সম্ভব করার সংকল্প নিয়ে মাঠে নেমেছিল গতবারের চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন। প্রতিপক্ষের সুযোগ নষ্টের মিছিলে বায়ার্নের সেই সম্ভাবনা আরও বেড়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। অ্যাওয়ে ম্যাচে পিএসজি-র বিরুদ্ধে জিতলেও ঘরের মাঠে বেশি গোল হজম করায় চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে ছিটকে গেল গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। গতবার প্যারিসে পিএসজিকে হারিয়ে খেতাব জিতেছিল বায়ার্ন। এবারও ফাইনালের থেকে মাত্র এক কদম দূরে পিএসজি।

সেমিফাইনালে যাওয়ার জন্য অন্তত দু’ গোলের ব্যবধানে জিততে হত গতবারের চ্যাম্পিয়ন বায়ার্নকে। ম্যাচের শুরুতে অবশ্য দারুণ ফুটবল খেলে বায়ার্নকে ব্যাকফুটে ঠেলে দিল।

করোনা আক্রান্ত হলেন দিল্লি ক্যাপিটালসের পেসার আনরিখ নোখিয়া

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : করোনার সংক্রমণ ক্রমশ আইপিএলের অন্দরে বেড়ে চলেছে। করোনা আক্রান্ত হলেন দিল্লি ক্যাপিটালস আনরিখ নোখিয়া। দিল্লি ক্যাপিটালস দলের এই পেসার নিভৃতবাসে থাকার কারণে প্রথম ম্যাচ খেলেননি। বুধবার তাঁর করোনা পরীক্ষার ফল পজিটিভ আসে।

গত শনিবার মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল দিল্লির। নিভৃতবাসে থাকার কারণে সেই ম্যাচে খেলেননি তিনি। বৃহস্পতিবার রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে দিল্লির। সেই ম্যাচেও নোখিয়াকেও পাবে না ঋষভ পন্থরা। নোখিয়াকে ছাড়াই ধোনির বিরুদ্ধে ম্যাচ জিতে নেয় দিল্লি। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার এই পেসারকে দ্রুত দলে ফেরত চাইবেন পন্থরা।

ইংল্যান্ডের পেসার ক্রিস ওকসের পরিবর্তে নোখিয়াকে দলে নেয় দিল্লি। গত বারের আইপিএল-এ ১৬ ম্যাচে ২২টি উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। আইপিএল-র ইতিহাসে সব চেয়ে দ্রুততম বল করেছিলেন তিনি। গতি ছিল ১৫৬.২২ প্রতি কিলোমিটার।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:
e-PT-03/EE/RD/TLM-DIV/2021-22 dt-12/04/2021.
The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites e-tender from eligible bidders up to **5.00 P.M** on **26/04/2021** for **01(One) No.** Work. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact **03825-262095/8731074766/9862139398.** Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura

ICA-C-98/21

PNIe-T NO:- 01/EE-I/2021-22, Dated 12/04/2021
The Executive Engineer, Division No-I, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 03-05-2021 for 03(Three) Nos. Maintenance work. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

Sd/- Illegible
EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R & B), AGARTALA, WEST TRIPURA

ICA-C-92/21

কোহলিকে টপকে একদিনের ক্রিকেটে এক নম্বর ব্যাটসম্যান পাকিস্তানের বাবর আজম

লাহোর, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : একদিনের ক্রিকেটে বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটসম্যান পাকিস্তানের নির্বাচিত হলেন পাক দলের অধিনায়ক বাবর আজম। বিরাট কোহলিকে টপকে শীর্ষ আসন ছিনিয়ে নিলেন তিনি। ২০১৭ সালের অক্টোবর মাস থেকে কোহলিই ছিলেন মগডালে। কিন্তু সম্প্রতি বাবরের অসাধারণ ফর্মের সামনেই ৫০ ওভারের ফর্ম্যাটে ১৩৫৮ দিনের রাজত্ব শেষ হল কোহলির।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে কোহলি তিন ম্যাচে করেছিলেন ১২৯ রান। শতরানের মুখ দেখেননি তিনি। অন্যদিকে বাবর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজে ছিলেন আগুনে ফর্মে। বাবরের ব্যাট থেকে এসেছে ২২৮ রান। ৭৬ এর গড়ে বাবর এই রান করেই টপকে যান কোহলিকে। প্রায়শই বাইশ গজের মহারথীরা কোহলির সঙ্গে বাবরের তুলনা টানেন। এই মুহূর্তে একে থাকা বাবরের সংগ্রহে ৮৬৫ রেটিং পয়েন্ট। কোহলি আট পয়েন্ট পিছিয়ে ৮৫৭ পয়েন্টে। তিনে আছেন হিটম্যান রোহিত শর্মা (৮২৫)। চারে নিউজিল্যান্ডের রস টেলর (৮০১ পয়েন্ট)। পাঁচে অ্যারন ফিঞ্চ (৭৯১)। অন্যদিকে আট ধাপ এগিয়ে প্রথম দশে বাবরের টিমের তারকা ফখর জামন (৭৭৮)। দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রথম টি-২০ ম্যাচে হারিয়েছিল পাকিস্তান। ওই সিরিজেও বাবর অনন্য মাইলস্টোনে বিরাটকে টপকে গিয়েছিলেন। নিজের দেশের দ্রুততম ও বিশ্বের দ্বিতীয় দ্রুততম ক্রিকেটার হিসাবে টি-২০ ক্রিকেটে ৬০০০ রান পূর্ণ করেন তিনি। বাবর ১৬৫ তম ইনিংসে ৬০০০ টি-২০ রান করেন। কোহলির লেগেছিল ১৮৪ ইনিংস।

পোর্তোর কাছে হেরেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে চেলসি

সেভিয়া, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : মঙ্গলবার সেভিয়ায় কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে পোর্তোর কাছে হেরেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল চেলসি। সেই সঙ্গে সাত বছর পর ফের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ চারে ইংলিশ ক্লাবটি।

প্রথম লেগে পোর্তোর বিরুদ্ধে ২-০ জিতে সেমিফাইনালের পথে অনেকটাই এগিয়ে ছিল চেলসি। ফিরতি লেগে হেরেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে জায়গা করে নিল টমাস টুখেলের দল। মঙ্গলবার রাতে সেভিয়ায় কোয়ার্টার ফাইনালের ফিরতি লেগে ০-১ গোলে হারে চেলসি। দুই লেগ মিলিয়ে ২-১ গোলে এগিয়ে থেকে সাত বছর পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ চারে জায়গা করে নিয়েছে ইংলিশ দলটি। ২০১৪ সালে চেলসি শেষবারে উঠেছিল ।

ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইয়ে শুরু থেকে বল দখলে এগিয়ে ছিল পোতর্গো। কিন্তু প্রথমার্ধে প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের পরীক্ষা নিতে পারেনি কোনও দলই। চেলসি তিনটি ও পোর্তো পাঁচ বার সুযোগ পেয়েও গোলে বল রাখতে ব্যর্থ হয়।

অষ্টম মিনিটে প্রথম সুযোগ পেয়েছিল চেলসি। ডি-বক্সে ঢুকে ম্যাসন মাউন্টের নেওয়া শট এক ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে পোস্টের বাইরে দিয়ে যায়। ৩৩ মিনিটে সুযোগ নষ্ট করেন পোতর্গোর হেসুস করোনা। সতীর্থের ক্রস ডি-বক্সে ভালো পজিশনে পেয়ে উড়িয়ে মারেন মেক্সিকোর এই ফরোয়ার্ড। প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধেও গোলের মুখ খুলতে পারেনি কোনও দল। দুই দলই অজস্র সুযোগ নষ্ট করে। মরশুমে প্রথম হারের স্বাদ পেলেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে ওঠার আনন্দে মাঠ ছাড়ে টুখেলের দল।

এতদিন পর ‘উপভোগের মুহূর্ত’ পেলেন পচেত্তিনো

শেষ ষোলোয় বার্সেলোনা বাধা পেরুনোর পর এবার গতবারের চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন মিউনিখকে বিদায় করেছে দল। টানা দ্বিতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমি-ফাইনালে পা রাখার মুহূর্তটি পিএসজি কোচ মাওরিসিও পচেত্তিনোর কাছে মনে হচ্ছে অসাধারণ। জানালেন, এত দিন পর উপভোগ্য মুহূর্ত পাওয়ার কথাও।

প্রতিযোগিতার শেষ আটের ফিরতি লেগে ঘরের মাঠে মঙ্গলবার ম্যাচটি ১-০ গোলে হারে পিএসজি; কিন্তু প্রথম লেগে বায়ার্নের মাঠে ৩-২ গোলে জেতায় দুই লেগ মিলিয়ে ৩-৩ ড্রয়ের পরও অ্যাওয়ে গোলের হিসেবে শেষ চারে ওঠে পচেত্তিনোর দল। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আগের ১১ বারের অংশগ্রহণে কেবল একবার সেমি-ফাইনালে খেলা প্যারিসের দলটি এ নিয়ে টানা দুবার উঠল শেষ চারে। গতবারের ফাইনালে বায়ার্নের কাছে হেরেই স্বপ্ন ভেঙেছিল ফরাসি চ্যাম্পিয়নদের। এবার তাদের হারিয়ে সেমি-ফাইনালে ওঠা দারুণ তৃপ্তি দিচ্ছে পচেত্তিনোকে।“এটা সত্যিই কঠিন এক ম্যাচ ছিল এবং আমি খুব খুশি কারণ খেলোয়াড়রা (সেমি-ফাইনালে ওঠার) এটার দাবি রাখে। তাদের নিয়ে, ক্লাব ও প্রেসিডেন্টকে নিয়ে আমরা খুশি।”“তিন মাস এখানে কাজ করার পর আমরা মুহূর্তটি উপভোগ করছি। সেমি-ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারা মানে আমাদের জন্য তা দারুণ এক মুহূর্ত।” ফিরতি লেগে বায়ার্ন মিউনিখের (লাল জার্সি) বিপক্ষে হেরেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমি-ফাইনালে উঠেছে পিএসজি ।ফিরতি লেগে বায়ার্ন মিউনিখের (লাল জার্সি) বিপক্ষে হেরেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমি-ফাইনালে উঠেছে পিএসজি ।গত জানুয়ারির শুরুতে প্যারিসের দলটির কোচ হয়ে আসা এই আর্জেন্টাইন জানালেন ম্যাচ চলাকালীন সময়ে নিজের অনুভূতির কথা।“আপনি যখন টাচলাইনের পাশে, মাঠের খুব কাছে থাকবেন, তখন এটা উপভোগ করাটা সহজ নয়। তবে আমি বাইরে শান্ত থাকার চেষ্টা করি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ঠিকই চাপ সামলাতে হয়-আর এটাই হলো ভালোলাগার আসল অনুভূতি।”“ম্যাচটা ছিল অসাধারণ। ছেলেরা উঁচুমানের খেলা খেলেছে এবং কঠোর পরিশ্রম করেছে। আমি খুব খুশি কারণ আমাদের কাজই হলো এই সকল প্রতিভা একত্র করে একটা দল হিসেবে কাজ করা।”ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে পিএসজির প্রতিপক্ষ ম্যানচেস্টার সিটি কিংবা বরুশিয়া ডর্টমুন্ড। প্রথম লেগে ২-১ গোলে জিতে এগিয়ে আছে ইংলিশ ক্লাব সিটি।

PRESS NOTICE INVITING e- TENDER NO: 021EEIDDIPWD(R&B)12021-22 The Executive Engineer, Dhormanogar Division, PWD (R & B). Dharmanagar, North Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' Percentage rate e-tender from Central & State Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Contractors / Firms /Agencies of appropriate doss registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD /Railway / Other State PWD up to 3.00 P.M. on 03-05-2021 for the following work:

SL. NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Mtc. of different PWD road under Panisagar PWD (R&B) Sub-Division, during the year 2021-22/SH: Supplying & Spreading of mixed class brick bats & rubbish within Panisagar RD Block area. DNIT. NO.08/EE/DD/PWD (R&B)/2021-22.	Rs.7,17,170.00	Rs.7,172.00	4 (Four) Months	Upto 15.00 Hours on 03-05-2021	At 16.00 Hrs on 03-05-2021	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Mtc. of different PWD road under PWD (R&B) Panisagar Sub-Division, during the year 2021-22/SH: Supplying & Spreading of mixed class brick bats & rubbish within Jubarajnagar RD Block area. DNIT. NO.09/EE/DD/PWD (R&B)/2021-22.	Rs.7,18,470.00	Rs.7,185.00	4 (Four) Months				
3	Mtc. of PWD road during the year 2021-22/ SH: Patch soling, side berm, lowering and road side drain etc. on different roads under PWD (R&B) Panisagar Sub-Division DNIT. NO.10/EE/DD/PWD (R&B)/2021-22.	Rs.10,45,030.00	Rs.10,450.00	6 (Six) Months				
4	Construction of one open community hall at Deocherra under Jubarajnagar RD Block near the house of Smti. Chini Sinha during the year 2020-21 under BEUP fund. DNIT. NO.11/EE/DD/PWD (R&B)/2021-22.	Rs.11,09,635.00	Rs.11,096.00	4 (Four) Months				
5	Replacement of SPT bridge by Bailey bridge. DSR over river Kakri on Tongibari to Dharmanagar Railway station road near Ferojia Madrassa (Span-160 Feet)/ SH: Erection of Bailey bridge and painting. DNIT. NO.12/EE/DD/PWD (R&B)/2021-22.	Rs.8,82,779.00	Rs.8,828.00	2 (Two) Months				
6	Replacement of SPT bridge by Bailey bridge. DSR over river Kakri on Tongibari to Dharmanagar Railway station road near Ferojia Madrassa (Span-160 Feet)/ SH: Construction of CC abutment and approach road. DNIT. NO.13/EE/DD/PWD (R&B)/2021-22.	Rs.24,21,582.00	Rs.24,216.00	3 (Three) Months				
7	Mtc. of PWD road under PWD (R&B), Dharmanagar Sub-Division during the year 2021-22/ SH: Grouting, patch WBM, patch carpeting and seal coat on the road from DK road to Sripur Dairy plant road upto Bungnang bazar (ch.1.50 km to 4.00 km) under Jubarajnagar RD Block area. DNIT. NO.14/EE/DD/PWD (R&B)/2021-22.	Rs.23,68,246.00	Rs.23,682.00	3 (Three) Months				

(Er. S. Chakma)
Executive Engineer
Dharmanagar Division, PWD (R&B)
Dharmanagar, North Tripura

ICA-C-85/21

ড. বি আর আম্বেদকরের জন্মদিনে মর্মর মূর্ত্তিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী দাস। ছবি নিজস্ব।

নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস বন্ধের দাবীতে বিজেপির ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস বন্ধের দাবিতে বিজেপি সিপাহী জলা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে জেলা শাসকের কাছে।বিজেপি সিপাহী জলাজেলা কমিটির উদ্যোগে সন্ত্রাস বন্ধ করা এবং আর্থিক সাহায্যের দাবিতে ডেপুটেশন দিল সিপাহীজলা জেলা শাসকের নিকট।

এডিসি নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর সিপাহী জলা জেলার বিভিন্ন জায়গায় দুষ্কৃতীরা বাড়িঘর ভাঙচুর করে কিছু দুষ্কৃতী। বুধবার সকাল ১১টায় বিশ্রামগঞ্জ জেলাশাসক বিশ্বেশ্বরী বি এর নিকট সিপাহীজলা জেলা বিজেপির নেতৃত্বে ছয় জনের এক প্রতিনিধি দল ডেপুটেশনে মিলিত হন। তারা অভিযোগ করেন সিপাহীজলা জেলার সুতার মুড়া বংশীবাড়ি, রামনগর ,পাগলি বাড়ি, ধাড়িয়াথল ,রংমালা, বিশ্রামগঞ্জ, পদ্মনগর , গোলা ঘাটি ,মাড়াকপাড়া ,জাম্পুইজলা প্রত্যন্ত জনজাতি এলাকায় ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ সহ বিভিন্নভাবে বিজেপি কর্মীদের ওপর আক্রমণ করে। বুধবার সিপাহী জলা জেলাশাসক এর কাছে বিজেপি সিপাহী জলা জেলা উত্তরের প্রতিনিধি দল আবেদন রাখেন নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস যাতে করা হয়।

ডেপুটেশন শেষে বিজেপি সিপাহীজলা জেলা উত্তরের সভাপতি অঞ্জন পুরকায়স্থ সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন এডিসি নির্বাচনের ফল ঘোষণা হতেই বিজেপি কর্মীদেরকে মারধর অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে।

গন্ডাছড়া ও রইস্যাবাড়ি হাসপাতালের পরিষেবা ব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। দীর্ঘদিন ধরে ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতাল এবং রইস্যাবাড়ি প্রাথমিক হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা ভেঙ্গে পড়েছে।গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতাল এবং রইস্যাবাড়ি প্রাথমিক হাসপাতালে চিকিৎসক নিয়োগের দাবিতে সিএমওর নিকট নব নির্বাচিত এমডিসি স্মারকলিপি প্রদান করছেন। বুধবার ধলাই জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের নিকট দাবি সনদ তুলে দেন ২৪ রাইমাভ্যালি কেন্দ্রের ত্রিপ্রা মথার নব নির্বাচিত এমডিসি রাজেশ ত্রিপুরা। স্মারকলিপি প্রদান শেষে এমডিসি রাজেশ ত্রিপুরা সাংবাদিকদের জানান দীর্ঘদিন ধরে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতাল এবং রইস্যাবাড়ি প্রাথমিক হাসপাতালে চিকিৎসক সংকট চলছে। তিনি জানান রইস্যাবাড়ি প্রাথমিক হাসপাতালে তিন জন এমবিবিএস চিকিৎসক এবং গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে শিশু ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দাবিতে সিএমওর নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেন তিনি। সিএমও তাদের দাবি গুলোর যুক্তিকথা স্বীকার করেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে এমডিসিকে আশ্বাস দেন।

ত্রিপুরার প্রিবোর্ড ও বোর্ড পরীক্ষা বাতিল নিয়ে আইসার বিবৃতি

আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। সিবিএসই বোর্ডের পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ আইসা'র। সংগঠনের তরফ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন (আইসা) ত্রিপুরা রাজ্য ইউনিট সিবিএসই বোর্ডের সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত পাঠিয়েছিলাম। আমরা দাবি করেছিলাম সিবিএসসি বোর্ডের পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়া হয় এবং ছাত্র- ছাত্রীদেরকে বিকল্প মূল্যায়নের মাধ্যমে উত্তীর্ণ করে দেওয়া হোক। দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার প্রার্থীদের বিকল্প পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে উত্তীর্ণ করা হবে এবং সেই ফলাফলের সাথে কেউ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলে পরীক্ষায় বসার সুবিধা রয়েছে। আমাদের দাবি অনুসারে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদেরকে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত ধরনের পরীক্ষা, প্রিবোর্ড পরীক্ষা বাতিল করে দিতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আমরা এই দাবিটা করছি কারণ ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে করোনা পাওয়া গেছে। রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রী এবং রাজ্যবাসীর সুরক্ষার নিশ্চয়তাযর প্রশ্নে আমরা পরীক্ষা বাতিলের দাবি করছি এবং রাজ্যে আরো চলমান যে পরীক্ষাগুলো, ইন্টারভিউ পরীক্ষা গুলোকেও বাতিল করতে হবে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাঞ্চনমালায় রাস্তার অবস্থা বেহাল, ক্ষোভে ফুঁসছেন জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। সেকেরকোট থেকে কাঞ্চনমালা যাওয়ার রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায়। সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেই। বিপাকে এই রাস্তায় চলাচল কারী সাধারন মানুষজন। রাস্তার বেহাল অবস্থার চিত্র আবারও ফুটে উঠলো ডুকলী আর ডি ব্লকের অন্তর্গত সেকের কোট টু কাঞ্চন মালার রাস্তার।

সেকের কোট চা-বাগান চৌমুনী থেকে কাঞ্চনমালা বাজার পর্যন্ত যে রাস্তাটি রয়েছে সেই রাস্তাটি দীর্ঘদিন আগে সংস্কার করা হয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে ব্লকের কিংবা পি ডব্লিউ ডি দপ্তরের কোন দেখা মেলেনি এই রাস্তায়। যার দরুন সেকেরকোট থেকে কাঞ্চনমালা বাজার পর্যন্ত ৫ কিলোমিটার রাস্তার বেশিরভাগ অংশে বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। রাস্তার বেশিরভাগ অংশেই লক্ষ্য করলে পাকা রাস্তা বলে মনে হয় না।

এ রাস্তাটি বর্ষার সময়ে সবচেয়ে বেশি ভয়ানক আকার ধারণ করে। রাস্তার এই বেহাল অবস্থার কারণে স্থানীয় অটোচালক সহ অন্যান্য ছোট আকারের যান চালকরা অনেক কষ্টে এই রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাতে বাধ্য হচ্ছে। বিষয়টি ডুকলী আরডি ব্লকের বিভিন্ন আধিকারিকদের নজরে থাকলেও সংস্কারের জন্য কোনো হেলদোল নেই। গাড়িচালকদের দাবি সরকার যেন এই রাস্তাটি খুব শীঘ্রই সংস্কার করার ব্যবস্থা করে। এখন দেখার বিষয় সংশ্লিষ্ট গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর এই রাস্তাটি সংস্কারের জন্য কতটুকু এগিয়ে আসে।

চৈত্র সেলের অন্তিম দিনে আগরতলা শহরের একটি শপিং মলে ক্রেতাদের ভিড়। ছবি নিজস্ব।

বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে ড. বি আর আম্বেদকরের জন্মদিন পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। বিজেপি রাজ্য সদর কার্যালয়েও সংবিধান প্রণেতা ডঃ বি আর আম্বেদকর এর জন্ম দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে।সংবিধান প্রণেতা ডঃ বি আর আম্বেদকর এর জন্ম দিবস উপলক্ষে বিজেপির রাজ্য সদর কার্যালয়েও বুধবার এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের বিজেপির শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এদিন আম্বেদকর এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান নেতৃবৃন্দ। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির প্রদেশ সহ-সভাপতি টিংকু রায় বলেন, ৬ এপ্রিল থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত দশ দিনব্যাপী দলের পক্ষ থেকে সেবাই সংগঠন হিসেবে পালন করা হচ্ছে। মানুষের সেবায় দলের নেতৃবৃন্দ সামিল হয়েছেন। এ উপলক্ষে রক্তদান শিবির, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, দুস্থদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ ইত্যাদি সামাজিক কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। তিনি বলেন দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আম্বেদকরকে সম্মান প্রদর্শন করার জন্যই পঞ্চ তীর্থক্ষেত্র তৈরি করেছেন। আম্বেদকর যেখানে পড়াশোনা করেছেন, যেখানে সংবিধান লিখেছেন, তিনি যেখানে জন্মগ্রহণ করেছেন, তিনি যেখানে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন সেইসব স্থান গুলিকে তীর্থ ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। নতুন প্রজন্মের সামনে আম্বেদকর সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়ার লক্ষ্যে এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন বিজেপির প্রদেশ সহ-সভাপতি টিংকু রায়।বিজেপি দলের পক্ষ থেকে রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও সংবিধান প্রণেতা ডঃ বি আর আম্বেদকর এর জন্ম দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়েছে।

সমতামূলক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে আজীবন সংগ্রাম করেছিলেন আম্বেদকর : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): জন্মবার্ষিকীতে ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা ডাঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকরকে শ্রদ্ধা জানালেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। জন্মজয়ন্তীতে আম্বেদকরকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, 'সমতামূলক ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে আজীবন সংগ্রাম করেছিলেন আম্বেদকর।' ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা বি আর আম্বেদকর নিজের গোটা জীবনটাই গরীব ও দলিত শ্রেণীর মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে উৎসর্গ করেছিলেন। বুধবার বাবাসাহেবকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে রাষ্ট্রপতি টুইটারে লিখেছেন, 'ভারতীয় সংবিধানের প্রমুখ শিল্পী, বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের জয়ন্তীতে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি! সমতামূলক ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছিলেন আম্বেদকর। তাঁর জীবন তথা চিন্তাধারা থেকে শিক্ষা নিয়ে, তাঁর আদর্শকে নিজ আচরণে পরিবর্তিত করার সঙ্কল্প করুন।' রাষ্ট্রপতি ছাড়াও ১৩০ তম জন্মজয়ন্তীতে বাবাসাহেবকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী-সহ অনেকেই।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে বেসামাল পশ্চিমবঙ্গ, প্রচারে কোভিডবিধি মানার কড়া আইনি নির্দেশ

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি. স.) : ভয়াবহ রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি। এপ্রিলের শুরুর থেকেই ঊর্ধমুখী করোনার গ্রাফ। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ। পুরনো সব রেকর্ড ভেঙে দিচ্ছে প্রতিদিনের সংক্রমণ। বিভিন্ন প্রচার মিছিলে উপস্থিত জনতাদের মধ্যে সচেতনতার অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মুখে নেই মাস্কও। আর এই অসচেতনতাই বাড়াচ্ছে বিপদ। তাই জেলায় জেলায় পাঠানো হয়েছে প্রচারে কোভিডবিধি মানার কড়া আইনি নির্দেশ। এদিকে করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে বাকি তিন দফার নির্বাচনী প্রচারে দলের বড় জমায়েতে করবে না বলে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সাংবাদিক বৈঠক করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য মহম্মদ সেলিম। বুধবারই অতীত সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে বাংলার দৈনিক করোনা সংক্রমণ। লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও। এদিন স্বাস্থ্যদপ্তরের দেওয়া বুলেটিন অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনার কবলে পড়েছেন ৫,৮৯২ জন। যার মধ্যে শহর কলকাতায় একদিকে আক্রান্ত ১, ৬০১ জন। কলকাতার পরেই সংক্রমণের নিরিখে রাজ্যের শীর্ষ স্থানে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা। সংশ্লিষ্ট জেলায় গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১ হাজার ২৭৭ জন, মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। হাওড়ায় একদিনে আক্রান্ত ৩৩০ জন। উল্লেখযোগ্যভাবে দৈনিক সংক্রমণ বেড়েছে বীরভূমে। একদিনে সেখানে আক্রান্ত ৩২৯ জন। এদিকে, পর্যটকের সংখ্যা বাড়তে কোভিড আক্রান্ত বাড়ছে দার্জিলিংয়েও। ২৪ ঘণ্টায় সেখানে ১০৯ জনের শরীরে থাবা বসিয়েছে এই ভাইরাস। ফলে রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা হল ৬ লক্ষ ৩০ হাজার ১১৬ জন। গত কয়েকদিনের মতোই উদ্বেগ বাড়িয়ে ফের একলাফে অনেকখানি বাড়ল রাজ্যের অ্যাকটিভ কেসও। বর্তমানে করোনায় চিকিৎসাধীন ৩২ হাজার ৬২১। একইসঙ্গে এই ভাইরাস এখনও কেড়ে চলেছে মানুষের প্রাণও। গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলায় করোনার বলি ২৪ জন। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ১০ হাজার ৪৫৮ জনের মৃত্যু হয়েছে কোভিড-১৯-এ। উদ্বেগ বাড়িয়ে সুস্থতার হার গতকালের তুলনায় ফের কমেছে। বর্তমানে ৯৩.১৬ শতাংশ মানুষ মারণ ভাইরাস থেকে মুক্তি পেয়েছেন। বাংলাতে বেড়েছে টেস্টিংয়ের গতি। রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তরের বুলেটিন বলছে, গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৪৩ হাজার ৪৬৩ জনের।

ইতমধ্যেই করোনা সংক্রমণ রুখতে কলকাতা হাইকোর্টের কড়া নির্দেশ বুধবার জেলায় জেলায় পাঠানো হয়েছে। আদালতের তরফে মঙ্গলবার বলা হয়, "করোনা নিয়ে নির্বাচনের কমিশনের গাইডলাইন নিয়ে গা ঢিলেমি নয়। রাজনৈতিক মিটিং মিছিলে যেন কোভিড বিধি মনে চলা হয়। নয়তো কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" কলকাতা হাই কোর্টের এই নির্দেশ খামবন্দী হয়ে বুধবার পৌঁছে গিয়েছে প্রতিটি জেলার জেলা শাসকের কাছে। নির্দেশ অনুযায়ী যে কোনও রাজনৈতিক জমায়েতে মাস্ক না পরলেই ব্যবস্থা নিতে পারবে পুলিশ-প্রশাসন। হাইকোর্টের সোজা সাপটা রায়, "একজনের গা-ছাড়া মনোভাবের জন্য অন্যের জীবনকে অনিশ্চয়তার মুখে ফেলা যাবে না।" এদিকে, হাইকোর্ট থেকে জারি করা সতর্কবার্তায় রয়েছে কোভিড বিধির উল্লেখ। রায়ে জানিয়েছে আদালত, রাজনৈতিক যে কোনও জমায়েতে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক। প্রতিটি এলাকায় যেন স্যানিটাইজার পাওয়া যায়। প্রতিটি জমায়েতে শারীরিক দূরত্ব মানতে হবে। কোভিড আবহে বিশাল জনসভার আয়োজন করা যাবে না। তা নিশ্চিত করতে হবে প্রশাসনকেই। সচেতনতা বাড়াতে প্রতিটি জেলা, ব্লক স্তরে প্যামফ্লেট বিলি এবং মাইকে প্রচার করতে হবে। এমন নির্দেশের অনুরোধ গিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলির কাছেও। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে হাইকোর্টের অনুরোধ, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে যাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাঁরা নিশ্চিত করুন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মণিপুরে একদিনে ২৩ ও নাগাল্যান্ডে ১১ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে

ইমফল / কোহিমা, ১৪ এপ্রিল : একদিনে ২৩ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে মণিপুরে। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসের পর এই প্রথম একদিনে সর্বোচ্চ করোনা সংক্রামিতের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। তাতে রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৯,৫৪০। এদিকে, গত ২৪ ঘণ্টায় নাগাল্যান্ডে নতুন করে ১১ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ ধরা পড়েছে। ফলে রাজ্যে এখন পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ১২,৪২৭।

মণিপুর স্বাস্থ্য দফতরের দেওয়া তথ্য অনুসারে, ওই ২৩ জন করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ৮ জন মহিলা এবং তিনজন কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ান রয়েছেন। মণিপুরে বর্তমানে ২৯, ৫৪০ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১১৫ জন। এদিকে, করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা হয়েছে ৩৭৬। অন্যদিকে, নাগাল্যান্ডে গত ২৪ ঘণ্টায় ১১ জনের দেহে নতুন করে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাদের মধ্যে ডিমাপুরে সাত, কোহিমায় দুই এবং একজন করে ফেক ও বোখায় করোনায় আক্রান্ত রয়েছেন। বর্তমানে নাগাল্যান্ডে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১৭৪। স্বাস্থ্য দফতরের দেওয়া তথ্যে জানা গিয়েছে, ডিমাপুরে একটি বাড়িতে ৫ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ পাওয়া গেছে। ওই বাড়িটি সিল করে দিয়েছে প্রশাসন।

মণিপুর ও নাগাল্যান্ডে লাগাতার করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি অন্যতম কারণ হল অধিকাংশ মানুষেই মুখে মাস্ক পড়ছেন না। মাস্ক নিয়ে কঠোর নজরদারি চালানো হচ্ছে। কিন্তু অসচেতন নাগরিক মাস্কে অসীম প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারছেন না।

টিকা উৎসবের মাধ্যমে দেশে ১১ কোটি মানুষ ভ্যাকসিন নিয়েছেন ঃকেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : টিকাকরণের গতিতে থেকে স্বাভাবিকভাবে বোঝা যাচ্ছে যে টিকা উৎসব সফল। এমনই মনে করছে কেন্দ্র সরকার। টিকা উৎসবের ফলে ইতিমধ্যেই ১১ কোটি মানুষের কাছে করোনা টিকা পৌঁছে দিতে পেরেছে কেন্দ্র।

বুধবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে চারদিন ব্যপী চলা টিকা উৎসবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ টিকা নিতে পেরেছেন। রবিবার থেকে এই উৎসব শুরু হয়েছে। ১৪ই এপ্রিল অর্থাৎ বুধবার সেই উৎসব শেষ হল। সর্বোচ্চ সংখ্যক যোগ্য লোককে টিকা দেওয়াই হল এই অভিযানের লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশে এই বিশেষ টিকাদান অভিযান শুরু হয় রবিবার।

উল্লেখ্য, ১০ কোটি টিকা দেওয়া প্রথম দেশ হল ভারত। ৮৫ দিনের মধ্যে এই গণ্ডি পার করে ভারত। যার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিনের মতো দেশকে পিছনে ফেলে দেয় ভারত। উল্লেখ্য, ভারতে টিকাকরণ শুরু হয়েছিল ১৬ জানুয়ারি। দৈনিক হারে ভারতে প্রায় ১০ লক্ষ ৭৭ হাজার মানুষ করোনা টিকা পাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় একটি গ্রাফ টুইট করে বলা হয়েছে যে, ভারত টিকাকরণে দ্রুততম দেশ হিসাবে উঠে এসেছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে এই মাইলফলক ছুঁতে পেরেছে। এটিই ভারতকে স্বাস্থ্যকর এবং কোভিডমুক্ত ভারত গড়তে মুখ্য ভূমিকা নেবে। ইতিমধ্যেই করোনার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া রুখতে একাধিক রাজ্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে। দেশের মধ্যে করোনার সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি ছড়িয়েছে মহারাষ্ট্রে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় মহারাষ্ট্রে জারি ১৪৪ ধারা। মহারাষ্ট্র সরকার জানিয়েছে, লকডাউনে সায় নেই প্রশাসনের। তবে করোনা পরিস্থিতি বিচার করে জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা।

বুধবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দেওয়া তথ্যানুযায়ী গত চব্বিশ ঘণ্টায় সারা দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৩৭২। গত চব্বিশ ঘণ্টায় মারা গিয়েছেন ১,০২৭ জন। সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৮২,৩৩৯ জন। তবে এখনও পর্যন্ত দেশে অ্যাক্টিভ কেসের সংখ্যা ১৩,৬৫,৭০৪। বুধবার পর্যন্ত সারা দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছুঁয়েছে ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ৭৩ হাজার ৮২৫। আপাতত করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৮৫ জন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।